ব্রিটেনকে 'সত্যিকারের ইসলামপন্থী' দেশ বলে বিতর্কের মুখে ট্রাম্পসঙ্গী

সারে-জমিন

সিদ্দিকের মৃত্যুতে পুলিশ সহ দোষীদের শাস্তি দাবি

রূপসী বাংলা

কোটা সংস্কার আন্দোলন কোন পথে যাচ্ছে

সম্পাদকীয়

সিটুর ডাকে মানিকচক ব্লকজুড়ে ১২ ঘণ্টার বনধ

সাধারণ

সূর্যকুমারই ভারতের নতুন টি-টোয়েন্টি অধিনায়ক

খেলতে খেলতে

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

শনিবার
২০ জুলাই, ২০২৪
৬ শ্রাবণ ১৪৩১
১৩ মুহাররম, ১৪৪৬ হিজিরি
সম্পাদক
জাইদুল হক

Vol.: 19 ■ Issue: 195 ■ Daily APONZONE ■ 20 July 2024 ■ Saturday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 6 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php

হিন্দুদের দোকানে রাখা যাবে না মুসলিম কর্মী, উত্তরপ্রদেশ সরকারের নয়া ফরমান

কানওয়ারযাত্রার রুটে দোকান মালিকদের নেমপ্লেট টাঙানোর নির্দেশ জারি

আপনজন ডেস্ক: সোমবার থেকে শুরু হচ্ছে হিন্দু দেবতা শিবের ভক্তদের বার্ষিক তীর্থযাত্রা কানওয়ার যাত্রা। যাত্রার অংশ হিসাবে, ভক্তরা গঙ্গা থেকে জল নিয়ে আসেন এবং খালি পায়ে হেঁটে বিভিন্ন শিব মন্দিরে নিয়ে যান। উত্তররাখণ্ডের কানওয়ারে তীর্থযাত্রীদের যেতে গেলে অতিক্রম করতে হয় উত্তরপ্রদেশে মুজাফফরনগর জেলার বিস্তীর্ণ এলাকা। কানওয়ার যাত্রীদের যাত্রাপথে রাস্তার দারে সারি দিয়ে থাকে খাবারের বা ফলের দোকান। তারা তীর্থযাত্রীদের কাছে খাবার ও ফল বিক্রি করে নিজেদের জীবিকা নির্বাহ করতেন। সেক্ষেত্রে এতদিন এই দোকানদাররা কে মুসলিম কে হিন্দু এসবের বালাই ছিল না। কিন্তু যোগী আদিত্যনাথের সরকার বৃহস্পতিবার বিশেষ নির্দেশ জারি করেছে দোকান মালিকের নাম উল্লেখ করার জন্য। উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীর দফতর থেকে এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'উত্তরপ্রদেশের কানওয়ার রুটের খাবারের দোকানগুলিতে 'নেমপ্লেট' লাগাতে হবে। শুধু তাই নয়, কোনও হিন্দু দোকানে কোনও মুসলিম কর্মচারীও রাখা যাবে না এই নির্দেশ জারি করা হয়েছে। প্রথমে দোকানদারদের দোকানের সামনে দোকানের মালিকদের নাম লেখার ফরমান জারি করা হয়েছিল কানওয়ার তীর্থযাত্রীদের রুটজুড়ে, যা সীমাবদ্ধ ছিল শুধু মুজাফফরনগর জুড়ে। কিন্তু সেই নির্দেশ এখন সমগ্র উত্তরপ্রদেশে প্রসারিত করেছে যোগী প্রশাসন। ফলে, প্রকারান্তরে উত্তরপ্রদেশের যোগী সরকার হিন্দু মুসলিম বিভাজনের পথ সুগম করে তুলেছে। আর এর ফলে দোকানদারদের মধ্যে অসেন্তাষের সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু তারা ভয়ে কেউই মুখ খুলতে রাজি নন, বরং তারা মুখ বুঁজে সেই নির্দেশ পালন করতে বাধ্য হচ্ছেন। শুধু যে মুসলিম দোকানদের মধ্যে এই অসেন্তাষ দানা বেঁধেছে তা নয়, হিন্দু দোকান মালিকদের মধ্যে ব্যাপক ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে।

পুলিশের নির্দেশে সাক্ষী ধাবার মালিককে বরখাস্ত করতে হয়েছে দীর্ঘদিন ধরে কর্মরত তাদের চারজন মুসলিম কর্মচারীকে।

কানওয়ারযাত্রার রুটে মুজাফফরনগরে রাস্তার পাশে ফলের দোকানদারের নাম আরিফ। তা লিখে সাঁটা হয়েছে ভ্যানের সামনে।

বিশেষ করে যেসব মালিক তাদের দেকান মুসলিমদের কাছে চুক্তির ভিত্তিতে ভাড়ায় দিতেন, তাদের রাস্তা বন্ধ। কারণ, দোকান মালিকদের নাম হিন্দু থাকলে সেই দোকানে কোনও মুসলিম কর্মচারী রাখতে পারবে না বলে উত্তরপ্রদেশ সরকারের নির্দেশ। ফলে কর্মী সঙ্কটের মুখে পড়েছেন হিন্দু দোকান মালিকরা। আর মুসলিম দোকনদাররা তাদের দোকানের সামনে মালিক হিসেবে মুসলিম নাম লিখতে বাধ্য হওয়ায় হিন্দু তীর্থযাত্রীদের একাংশ তার ছায়া না মাড়াতে পারেন বলে আশঙ্কা করছেন।

উত্তরপ্রদেশের মুজফফরনগর থেকে প্রায় ২০ কিলোমিটার দূরে কানওয়ার যাত্রা রুটে সাক্ষী ট্যুরিস্ট ধাবার মালিক লোকেশ ভারতীর পুত্র অজয় সিং। গত সপ্তাহে চার মুসলিম কর্মীকে বরখাস্ত করেন। সাক্ষী ট্যুরিস্ট ধাবার মূল কর্ণধার ভারতী বলেন, পুলিশের নির্দেশনার সময় সন্দেহের সৃষ্টি করেছে যে একটি নির্দিষ্ট সম্প্রদায়কে টার্গেট করা হচ্ছে। মালিকদের নাম প্রকাশের এই নির্দেশ যদি আগে আসত, তাহলে কোনও ক্ষোভ থাকত না। ৫১ বছর বয়সি এই দোকান মালিক বলেন, প্রায় ১০ দিন আগে, কিছু পুলিশ ধাবায় এসেছিলেন এবং কানওয়ার যাত্রার সময় সমস্ত মুসলিম কর্মচারীদের সরিয়ে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেছিলেন। তিনি বলেন, চারজন কর্মীকে বরখাস্ত করা আমার জন্য খুবই দুঃখজনক। তাঁরা সকলেই বহু বছর ধরে এখানে কাজ করেছেন এবং বিগত বছরগুলিতে কানওয়ার যাত্রার সময় ভক্তদের সাহায্যও করেছেন। নওশাদ, মুন্সী, ওয়াকার ও সাফাকাত খুব ভালো আচরণ করতেন। এদের মধ্যে তিনজন উত্তরপ্রদেশের খাতৌলির, একজন বিহারের। ২০১২ সাল থেকে ধাবা চালাচ্ছেন ভারতী। তিনি বলেন যে সেখানকার বেশিরভাগ ধাবা চুক্তিতে পরিচালিত হয় এবং বেশিরভাগ ঠিকাদার মুসলমান। তিনি বলেন, এখানে হিন্দু ও মুসলমান একসঙ্গে কাজ করছে। কখনও কোনও সমস্যা হয়নি। পুলিশের এই নির্দেশ হিন্দু ও মুসলিমদের মধ্যে বিভেদ তৈরি করবে। আপাতত কর্মীর ঘাটতি মেটাতে নতুন হিন্দু কর্মী নিয়োগ করেছেন ভারতী, তবে যাত্রা শেষ হলেই বরখাস্ত হওয়া কর্মীদের ফের নিয়োগ করবেন বলে দাবি করেছেন তিনি। সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে, এই মানুষগুলো ২০-২৫ দিন ঘরে বসে থাকবে। তাঁদের জীবিকা এই চাকরির উপর নির্ভরশীল বলে তিনি জানান। পুলিশের নির্দেশের পরিপ্রেক্ষিতে, মুজফফরনগরের মুসলিম মালিকরা তা মেনে চলেছেন তবে অনিচ্ছাকৃতভাবে। খালাপাড় বাজারে রাস্তার পাশের দোকানের শিরমল বিক্রেতা মোহাম্মদ হাসান বলেন, এই প্রথম লোকজনকে তাদের দোকান চিহ্নিত করার জন্য তাদের নাম প্রদর্শন করতে বলা হচ্ছে। তিনি বলেন, হিন্দু ও মুসলমান একে অপরের দোকান থেকে পণ্য কেনে। একটি ছাড়া অন্যটি অসম্পূর্ণ। কিন্তু এই সরকারি নির্দেশের একটাই উদ্দেশ্য, ভাইকে ভাই থেকে আলাদা করা। তার প্রশ্ন, নেমপ্লেট লাগানোর পরও গ্রাহক এলে ঠেকাবেন কীভাবে? আমরা প্রশাসনের নির্দেশের বিরোধিতা করিনি। তারা যেভাবে বলেছে আমরা সেভাবেই করেছি বলে জানান হাসান।

▶ *এরপর ছয়ের পাতায়*

প্রথম নজর

রাজ্যে ফের মন্ত্রিসভায় রদবদলের সম্ভাবনা

আপনজন ডেস্ক: সদ্য চার বিধানসভা উপনির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস সব কটি আসনে জয়ী হওয়ায় এবার নতুন করে মন্ত্রিসভা সাজানোর পরিকল্পনা নিয়েছে বলে নবান্ন সূত্রে খবর। যদিও আগেই লোকসভা ভোটে রাজ্যের মন্ত্রী পার্থ ভৌমিক জিতে যাওয়ায় তার পদটি খালি ছিল। তাই উপনির্বাচনে সেই বিধায়ক পদ পূরণ সহ মন্ত্রিত্বের রদবদল হওয়ার সম্ভাবনা। ইতিমধ্যে মন্ত্রিসভার রদবদলের ফাইল পাঠানো হয়েছে রাজভবনে। সূত্রের খবর, তিনটি দফতরের রদবদল হতে পারে।তিনটি দফতরে রদবদল করার জন্য রাজ্যপালের স্বাক্ষরের জন্য পাঠানো হয়েছে। রাজভবনে পাঠানো হলেও সেই ফাইল এখনও নবান্নে আসেনি। তবে, মন্ত্রিসভার এই রদবদলে চার উপনির্বাচনে জয়ী হওয়া চার বিধায়কদের মধ্যে কয়েকজন স্থান পেতে পারেন। সেচ দফতরের মন্ত্রী যিনি ছিলেন পার্থ ভৌমিক। তার জায়গায় কাকে দায়িত্ব দেওয়া হয় সেটাই দেখার।

রেস্তোরাঁয় মালিকদের নাম উল্লেখ করার নির্দেশের নিন্দা জমিয়তের

আপনজন ডেস্ক: অন্যতম শীর্ষ সংখ্যালঘু সংগঠন জমিয়তে উলেমা-ই-হিন্দ শুক্রবার উত্তরপ্রদেশের কানওয়ার যাত্রা রুটের সমস্ত রেস্তোরাঁয় তাদের মালিকদের নাম প্রদর্শনের আদেশের নিন্দা করে বলেছে, দলিত সম্প্রদায় যেমন অস্পৃশ্যতার শিকার হয়েছেএবং অপবিত্র হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে, এখন ইচ্ছাকৃতভাবে মুসলিমদের সঙ্গে একই আচরণ করা হচ্ছে এবং তাদের দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিকে পরিণত করার চেষ্টা করা হচ্ছে। জমিয়তের সভাপতি মাওলানা মাহমুদ মাদানি বলেন, একটি নির্দিষ্ট এলাকায় এই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করা হলেও এর প্রভাব হবে সুদূরপ্রসারী। তিনি বলেন, এটি মুসলমানদের অর্থনৈতিক বয়কট চায় এমন শক্তিগুলিকে শক্তিশালী করবে। এই সিদ্ধান্তকে 'অন্যায্য, বৈষম্যমূলক এবং পক্ষপাতদুষ্টতার স্পষ্ট বহিঃপ্রকাশ' বলে বর্ণনা করেন তিনি। উত্তরপ্রদেশের মতো উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি জানিয়েছেন, তার রাজ্যেও একই নির্দেশ জারি করা হয়েছে।

প্রথম নজর

চৌপাহারী জঙ্গলে পথ অবরোধ আদিবাসীদের

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যখন আদিবাসী দের নিয়ে চিন্তা ভাবনা করেন , ঠিক তার অপরদিকে দেখা যাচ্ছে ইলামবাজার থানার অন্তর্গত চৌপাহারি জঙ্গলে আদিবাসীরা আজ পথ অবরোধে নেমেছে। কারণ আদিবাসীদের অভিযোগ গ্রামের তৃণমূল নেতা ও জেলা পরিষদের মৎস্য কর্মাধ্যক্ষ রবি মুর্মু আদিবাসী লোকজনদের মারধর করাচ্ছে বলে জানান। এই সমস্ত আদিবাসী দের প্রতি অন্যায় ভাবে অত্যাচার মারধর থেকে শুরু করে জমি কেড়ে নিয়েছে বলে জানান তারই প্রতিবাদে বোলপুর থেকে ইলামবাজার যাওয়ার মূল রাস্তা অবরোধ করে আদিবাসী তৃণমূলের কর্মীরা তৃণমূলের ফ্লাগ হাতে রবি মুর্মু র বিরুদ্ধে অভিযোগ তৃণমূলেরই একাংশ প্রতিবাদ করেন।
ইলামবাজার থেকে বোলপুর যাওয়ার রাস্তা অবরোধ করলো তৃণমূলের লোকজনরা। ঘটনা স্থলে ইলামবাজার থানার পুলিশ এসে অবরোধ তুলতে গেলে ধস্তাধস্তিও হয়। ইলামবাজার পুলিশের সহযোগিতায় পথ অবরোধ উঠে যায়। ইলামবাজার থানার পুলিশ তদন্ত করছে।

শহিদ স্মরণে পথসভা কুলগাছিয়ায়

সুরজীৎ আদক ● উলুবেড়িয়া

আপনজন: একুশে জুলাই-এর শহিদ সমাবেশ-কে সামনে রেখে শুক্রবার কুলগাছিয়ার সুপার মার্কেটে চণ্ডীপুর অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের আয়োজনে পথসভার আয়োজন হল। উপস্থিত ছিলেন উলুবেড়িয়া দক্ষিণ কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি দুলাল চন্দ্র কর,চণ্ডীপুর গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান সহদেব রুইদাস, চণ্ডীপুর অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি তথা পঞ্চায়েত উপ-প্রধান রেজাউলহক মোল্লা,হাওড়া গ্রামীণ জেলার মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের সহ:সভানেত্রী ঋতুপর্ণা কর প্রমুখ। অন্যদিকে মহেশপুর অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের আয়োজনেও বীরশিবপুর চৌরাস্তা মোড়ে একটি পথসভার আয়োজন হয়।বৃষ্টিকে উপেক্ষা করেও বহু তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী সমর্থকদের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মত। সভায় উপস্থিত ছিলেন মহেশপুর অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি আজিজুল ইসলাম মোল্লা, মহেশপুর গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান পূজা মাখাল, উপ-প্রধান সেখ সাহাবর, তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা মুজিবর রহমান,হাওড়া গ্রামীণ জেলার মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের সহ:সভানেত্রী ঋতুপর্ণা কর, মহেশপুর গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যা সুলতানা বেগম প্রমুখ।

নলকূপের জলে বিষক্রিয়া

আপনজন: নলকূপের জলে বিষক্রিয়া ঘটনায় অসুস্থ বেশ কয়েকজন। ঘটনার জেরে চাঞ্চল্য ছড়ায় উস্তি থানার শ্রীচন্দা গ্রামে। উস্তি থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে নলকূপটি শীল করার পাশাপাশি ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। ছবি: আসিফা লস্কর

মিড ডে মিলের অভিযোগ জানিয়ে আক্রান্ত পড়ুয়া

সারিউল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: মিড ডে মিল নিম্নমানের দেওয়া হচ্ছে, সেই অভিযোগ করতে গিয়ে প্রধান শিক্ষকের স্ত্রীর হাতে মার খেতে হলো এক পড়ুয়াকে। শুক্রবার রানিতলা থানার কান্দিপাড়া ইসলামিয়া মাদ্রাসার ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য দেখা দেয় এলাকা জুড়ে। এই বিষয়ে ওই পড়ুয়ার পরিবার রানীতলা থানায় লিখিত অভিযোগ জমা করে। যদিও চড় মারার অভিযোগ অস্বীকার করেছেন প্রধান শিক্ষক ও তার স্ত্রী।
ওই স্কুলের মিড ডে মিল নিয়ে পড়ুয়া ও স্থানীয় অভিভাবকদের অভিযোগ রয়েছে দীর্ঘদিন ধরেই। পড়ুয়াদের দাবি, নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে মিড ডে মিল রান্না করা হয়। ফলে ভাত ও তরিতরকারি মুখে তোলা যায়না। এই বিষয়ে প্রধান শিক্ষককে একাধিকবার জানালেও তিনি কর্ণপাত করেননি বলে অভিযোগ। অষ্টম শ্রেণির পড়ুয়া সিজারুল ইসলামের দাবি, ‘শুক্রবার তরকারির কোনো সব্জি সিদ্ধ হয়নি। মিড ডে মিল দেওয়ার আগেই প্রধান শিক্ষক বাড়ি চলে যান। সেই কারণে আমরা কয়েকজন পড়ুয়া খাবারের থালা নিয়ে সোজা প্রধান শিক্ষকের বাড়িতে যাই। তখন প্রধান শিক্ষকের স্ত্রী বেরিয়ে এসে আমার গালে চড় মারে।’ মাদ্রাসার সহ শিক্ষকরাও খাবারের গুণগত মান নিয়ে পড়ুয়াদের অভিযোগকে শীলমোহর দিয়েছেন। এক সহ শিক্ষক বলেন, ‘মিড ডে মিলের গুণগত মান নিয়ে আমরাও আপত্তি জানিয়েছিলাম। কিন্তু প্রধান শিক্ষক আমাদের কথা শোনেননি।’ যদিও প্রধান শিক্ষক গোলাম নূর বলেন, ‘নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে রান্না হয় এই অভিযোগ অসত্য ও ভিত্তিহীন।’ এই খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকার অবিভাবকরা প্রধান শিক্ষক ও তার পরিবারের উপর ক্ষোভে ফুঁসছে।

২১-শে জুলাইয়ের মঞ্চ কেমন করা হচ্ছে?

সুব্রত রায় ● কলকাতা

আপনজন: হাতে আর মাত্র একদিন। তারপরেই ২১ জুলাই। কলকাতা থেকে জেলা, সর্বত্র প্রস্তুতি তুঙ্গে। ইতিমধ্যেই শহরে আসতে শুরু করেছেন তৃণমূলের কর্মী-সমর্থকেরা। চলছে শেষ মুহূর্তের মঞ্চ বাঁধার কাজ।
এবার মূল মঞ্চের আয়তন করা হচ্ছে ৫২/২৪ ফুট। এখানেই দলের শীর্ষ নেতৃত্ব থাকবেন। নব নির্বাচিত সাংসদ বিধায়ক, গুরুত্বপূর্ণ নেতা মন্ত্রীরা থাকবেন এই মঞ্চে। এছাড়াও থাকছে আরও একটি মঞ্চ। সেটির আয়তন ৪৮/২৪ ফুট। সেই মঞ্চে বসবেন বিভিন্ন পুরসভার কাউন্সিলররা। এখানেই শেষ নয়। অপর একটি মঞ্চও করা হচ্ছে। সেই মঞ্চে থাকবেন শহিদ পরিবারের সদস্যরা। সেই মঞ্চের আয়তন হবে ৪০/২৪ ফুট। এখানে ২১শে জুলাইয়ে যাঁরা শহিদ হয়েছিলেন তাঁদের পরিবারের সদস্যরা থাকবেন।
মূল মঞ্চতে ওঠার জন্য সিঁড়ি নয়। থাকতে চলেছে র‍্যাম্প। যার উচ্চতা হবে ১০,১১,১২ ফুট। এবারেও থাকছে ১৩ জায়ান্ট স্ক্রিন। থাকছে প্রায় ৪০০০ স্বেচ্ছাসেবক। অন্যদিকে, এবার ২১শে জুলাই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তৃণমূলের কাছে। এবার লোকসভা ভোটে বিপুল জয় পেয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। বিধানসভা উপনির্বাচনেও একের পর এক আসনে জয় পেয়েছে রাজ্যের শাসক দল। ২১শে জুলাইয়ের মঞ্চ থেকে তৃণমূল সুপ্রিমো ঠিক কী বার্তা দেন সেদিকে তাকিয়ে রয়েছেন অনেকেই।

তৃণমূল নেতা-নেত্রীদের বিরুদ্ধে কুরুচিকর পোস্টারের প্রতিবাদ

সেখ রিয়াজুদ্দিন ● বীরভূম

আপনজন: বুধবার রাত্রে খয়রাশোল ব্লক এলাকার বড়রা, নাকড়াকোন্দা, নওপাড়া সহ বিভিন্ন জায়গা থেকে ব্লক স্তরের বড়রা গ্রামের তিন তৃণমূল নেতা নেত্রী ও তাদের পরিবারকে জড়িয়ে বেশ কিছু কুরুচিকর মন্তব্য জনিত লিফলেট পড়ে থাকতে দেখা যায়।কে বা কারা রাতের অন্ধকারে ছড়িয়ে গেছে বলে অনুমান।আর তা জনসমক্ষে আসতেই চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়।কুরুচিকর পোস্টারের প্রতিবাদে খয়রাশোল ব্লক মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে শুক্রবার কাঁকড়তলা থানার সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। পরবর্তীতে ব্লক মহিলা তৃণমূল নেতৃত্ব ও ব্লক তৃণমূল কোর কমিটির সদস্যগন মিলিত ভাবে কাঁকড়তলা থানার ওসির সাথে দেখা করেন। ঘটনায় জড়িতদের অবিলম্বে গ্রেফতার এবং উপযুক্ত শাস্তির দাবি জানান। উল্লেখ্য তৃণমূল নেত্রীরা এদিন খয়রাশোল ব্লক তৃণমূলের কোর কমিটির সদস্য তথা প্রাক্তন ব্লক তৃণমূল সভাপতি কাঞ্চন অধিকারী ও তার পুত্র আকাশ অধিকারীর দিকেই সন্দেহের আঙুল তোলে। যদিও এ বিষয়ে কাঞ্চন অধিকারীর সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন আমি একজন শিক্ষক। এধরনের জঘন্য কাজকে ঘৃণা করি। আমি একাজ করতে পারিনা। প্রয়োজনে প্রমাণ করুক, দোষী ব্যাক্তি শাস্তি পাক চাই। এটি সম্পূর্ণ ব্যাক্তিগত আক্রোশ। অন্যদিকে বিক্ষোভের বিবরণ দেন খয়রাসোল ব্লক তৃণমূল মহিলা নেত্রী রুনু সিংহ। এদিন উপস্থিত ছিলেন রাজ্য মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের সম্পাদিকা অসীমা ধীবর, খয়রাসোল ব্লক মহিলা তৃণমূল নেত্রী প্রান্তিকা চ্যাটার্জী, কেনিজ রাসেদ, খয়রাসোল ব্লক তৃণমূল কোর কমিটির আহ্বায়ক মৃনাল কান্তি ঘোষ ও শ্যামল গায়েন এবং দুই সদস্য কাঞ্চন দে ও উজ্জ্বল হক কাদেরী।

সিদ্দিকের মৃত্যুতে পুলিশ সহ দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি নওশাদ সিদ্দিকীর

বাইজিদ মণ্ডল ● ঢোলা

আপনজন: শহীদ আবু সিদ্দিক হালদারের খুনের সঙ্গে জড়িত সংশ্লিষ্ট সকল ব্যক্তিকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে ঢোলা হাট নুন তলায় প্রতিবাদ সভা থেকে এমনটা চাঁচা ছোলায় বক্তব্য রাখেন আইএসএফ চেয়ারম্যান বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকী। তিনি আরো বলেন এই ঘটনায় শুধুমাত্র ঢোলাহাট থানার পুলিশই নয়, শাসক তৃণমূল কংগ্রেসের স্থানীয় নেতৃত্বও জড়িত। দক্ষিণ ২৪ পরগণার মথুরাপুর ১ নম্বর ব্লকের নুনতলা মোড়ে ঐ খুনের প্রতিবাদে এক বিশাল সমাবেশ থেকে তিনি বলেন, আইনের মাধ্যমে যেমন এই ইনসাফের লড়াই চলবে, পাশাপাশি রাস্তায় নেমেও এই আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার হুংকার দেন তিনি। বিধানসভার মধ্যেও এই বিষয়টি তোলা হবে বলে তিনি জানান। তিনি আরও বলেন, গত দেড় মাস ধরে এই রাজ্যে একাধিক গণপিটুনির ঘটনা ঘটেছে। পুলিশি হেফাজতে বিনা দোষে আবু সিদ্দিকও খুন হলেন, অথচ মুখ্যমন্ত্রী নিশ্চুপ। দেখা যাবে এই প্রতিটি ঘটনায় মুসলমান, আদিবাসী, দলিত সম্প্রদায়ের মানুষেরা মারা গেছেন। একটা ভয়ের বাতাবরণ তৈরি করে শাসকদল প্রতিবাদী কন্ঠকে স্তব্ধ করতে চাইছেন। যেভাবে গণপিটুনি বাড়ছে তাতে দেখা যাচ্ছে বিজেপি শাসিত গুজরাট, আসাম, উত্তর প্রদেশের থেকে পশ্চিমবঙ্গ ও পিছিয়ে নেই। এই প্রসঙ্গে আইএসএফ চেয়ারম্যান বলেন, আনিস খান হত্যা থেকে শুরু করে গতবছর বারুইপুর পুলিশ জেলার হেফাজতে চারজনের মৃত্যু হয়েছে, কোনটিতেই এখনও পর্যন্ত ইনসাফ পাওয়া যায়নি। আবু সিদ্দিকের হত্যার ক্ষেত্রে এটা সহ্য করা যাবে না। সজাগ, সতর্ক থেকে শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে আন্দোলনের ঢেউ তোলার আহ্বান জানান তিনি। সভায় আইএসএফের রাজ্য সম্পাদক বলেন, ঢোলার হাট বকুলতলা এলাকার যুবক আবু সিদ্দিক হালদারকে পুলিশ হেফাজতে রেখে তাকে মারধর করায় মৃত্যু হয়েছে যুবকের। দোষীদের শাস্তি দাবি জানিয়ে ইতিমধ্যেই উচ্চ আদালতে আইনি লড়াই করা হচ্ছে। অভিযুক্ত পুলিশ কর্মীদের বিরুদ্ধে এফআইআর করলেও আজও তারা গ্রেফতার হয়নি। নওশাদের অভিযোগ, সিদ্দিককে শুধু পুলিশ হত্যা করেনি, তার বাড়ি থেকে প্রচুর টাকা ও গয়নাও নিয়েছে পুলিশ, সেগুলি যেন অবিলম্বে তারা ফেরত দেয়। এই বিশাল প্রতিবাদ সভাটি পরিচালনা করেন আইএসএফ দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার সভাপতি আবদুল মালেক মোল্লা। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন দলের রাজ্য কমিটির কোষাধ্যক্ষ সাহাবুদ্দিন সিরাজী সহ জেলা ও বিধান সভা,অঞ্চল কমিটির নেতৃবৃন্দ প্রমুখ। এই প্রতিবাদ সভায় এলাকার জন সাধারণ মানুষের উপচে পড়া ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো।

বাংলাদেশ সরকারের ছাত্রহত্যার বিরুদ্ধে কলকাতায় বিক্ষোভ প্রদর্শন

আলম সেখ ● কলকাতা

আপনজন: সমগ্র বাংলাদেশ জুড়ে গৃহ যুদ্ধের মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে কোটা সংস্কারের দাবি নিয়ে, বাংলাদেশের ছাত্র সমাজ বিক্ষুব্ধ হয়ে গেছে সরকার ও প্রশাসনের বিরুদ্ধে। সরকার ছাত্রদের আন্দোলন রুখতে সব রকমের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে, এখন পর্যন্ত ৫০ এর অধিক ছাত্র ছাত্রীর মৃত্যুর খবরও এসেছে ও সম্পূর্ন দেশ জুড়ে ইন্টারনেট বন্ধ তারই প্রতিবাদে ও আন্দোলনরত ছাত্রদের সমর্থনে গতকাল শুক্রবার কলকাতার রবীন্দ্র সদন প্রাঙ্গণে বিক্ষোভ মিছিল করলো বাংলার ছাত্র যুব সমাজ ও এ.আই.ডি. এসও-এর যৌথ উদ্যোগে। শুক্রবার রবীন্দ্র সদন অ্যাকাডেমি চত্বর থেকে বাংলাদেশ দূতাবাস পর্যন্ত মিছিল যাওয়ার কথা ছিল তাঁদের, বাংলাদেশ সরকারের বিরুদ্ধে স্লোগান দিয়ে তারা এগিয়েও যাচ্ছিল মিছিল নিয়ে, মিছিল শুরু হওয়ার ২০ মিটারের মধ্যেই ব্যারিগেড দিয়ে আটকে দেওয়া হয়, সেখান থেকে কোনো রকম ভাবে এগিয়ে গেলে ১০০ মিটারের মধ্যে আবারো আটকে দেওয়া বিক্ষোভরত ছাত্রদের, তাঁরা ব্যারিগেড খুলে পুনরায় এগিয়ে যেতে চাইলে পুলিশ তাঁদেরকে গ্রেফতার করে। বাংলাদেশে হয়ে চলা পুলিশি অত্যাচারের বিরুদ্ধে কলকাতায় বিক্ষোভ করা ছাত্র ছাত্রীদেরকেও টানতে টানতে গাড়িতে করে থানায় নিয়ে যায় কলকাতা পুলিশ। পুলিশের এই ভূমিকা দেখে ছাত্র ছাত্রীরা সেখ হাসিনার সাথে মমতা ব্যানার্জির তুলনা করে, তারা এটাও বলে– কাটা তার আলাদা হলেও পুলিশের ভূমিকা একই, দুই জায়গায়তেই স্বৈরাচারীর দালাল।

ডিম সবজির দাম সঠিক সময়ে না পাওয়ায় পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ

হাসান লস্কর ● কুলতলি

আপনজন: কুলতলি ব্লক আইসিডি এস কর্মী ও সহায়িকাদের মূলত তাদের দাবি, ডিম সব্জির ঠিকমতো দাম সঠিক সময়ে না পাওয়ায় কুলতলীর জামতলার ব্যস্ততম বাজারে পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ করতে দেখা গেল কুলতলী ব্লক আইসিডিএস কর্মীদের।
কুলতলির এই ব্যস্ততম বাজার জামতলা- জয়নগর থেকে জামতলা,জামতলা থেকে মৈপিঠ ,জামতলা থেকে কৈখালী ও জামতলা ক্যানিং সংযোগকারী রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখালো আইসিডিএস কর্মী ও সহায়িকারা। মূলত তাদের দাবি সঠিক সময়ে ডিম ও সব্জির টাকা পাচ্ছেন না তারা।এবং কর্মস্থলে হেনস্তা স্বীকার হতে হচ্ছে তাদের। বাজার বারে জামতলার ব্যস্ততম বাজারে তারা পথ-অবরোধ করে। আন্দোলনকারীদের নেত্রী পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির অন্যতম নেত্রী মাধবী পন্ডিত কথায় কুলতলীতে শতাধিক অঙ্গনওয়াড়ী কর্মীরা সিডিপিও দপ্তরে ডেপুটেশন দেয় বাজারে মিছিল করে বিক্ষোভ দেখায়। ডিম সব্জির ঠিকমতো দাম সঠিক সময়ে না পাওয়ায় পথ অবরোধ করে প্রায় ৩০ মিনিট ধরে অচল হয়ে পড়ে কুলতলী রাজপথ। পরে কুলতলী থানার বিশাল পুলিশবাহিনী এসে কর্মীদের সঙ্গে কথা বলে সমাধানের আশ্বাস দিলে অবরোধ তুলে নেয় তারা। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য অঙ্গনওয়াড়ি হেল্পার সহায়িকা সংগঠনের রাজ্য সম্পাদিকা মাধবী পন্ডিত বলেন আমরা সারা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে এই সংগঠনের সাথে আন্দোলন করছি। আমরা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে এই সমস্ত কর্মীদের পাশে আছি ও আগামীতে থাকব। এবং এ বিষয়ে আমরাও আন্দোলন চালিয়ে যাব। সিডিপিও শুভাশিস মন্ডলের কথায় বিষয়টিকে আমি গুরুত্ব সহকারে দেখছি। তবে কতটা যুক্তি সঙ্গত তা ভেবে দেখছি। এ বিষয় নিয়ে কুলতলী পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রুপা সরদারকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি জানান বিষয়টি আমিও দেখছি কতটা সমাধান করা যায়।

১১০০০ ভোল্টের বিদ্যুতের তার ছিঁড়ে রাস্তায়, শিক্ষকের চেষ্টায় এড়াল বিপদ

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বর্ধমান

আপনজন: অল্পের জন্য বড় ধরনের দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পেল শক্তিগড় থানার আটাঘর এলাকার গ্রামবাসী ও পথ চলতি মানুষ। জুম্মার দিন শুক্রবার ওই রাস্তার উপর দিয়েই গ্রামবাসীকে নামাজ পড়তে যেতে হয়। তাছাড়া সেটি গ্রামে প্রবেশেরও মূল পথ। ঠিক সেই সময় মেন রাস্তা থেকে গ্রামের সংযোগকারী এই রাস্তার প্রবেশের মুখে ১১ হাজার ভোল্টের তার মাটিতে বিপজ্জনক ভাবে পড়ে থাকতে দেখা যায়। নামাজের জন্য স্থানীয় মাদ্রাসার পড়ুয়ারাও ছিল মসজিদ মুখী। প্রত্যক্ষদর্শী জুহুর আলি খান, মলয় ঘোষ, মৌসম সেখ দের দাবী, তাল গাছের শুকনো পাতা তারের উপর পড়েই নাকি তার ছিঁড়ে যায়। যদিও প্রশ্ন উঠেছে, গাছের পাতা পড়ে যদি ১১ হাজার ভোল্টের তার ছিড়ে যায় তাহলে পথচারী মানুষের নিরাপত্তা কোথায়? এদিকে নামাজ পড়তে যাওয়ার পথে এই ভয়াবহ বিষয়টি স্থানীয় মাদ্রাসার শিক্ষক জাহির আব্বাসের নজরে এলে তিনি সঙ্গে সঙ্গে সেখানে থমকে যান। তিনি ইলেকট্রিক অফিসের সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করেন। সেখানে যোগাযোগ না হওয়ায় দ্রুত যোগাযোগ করেন বর্ধমান-২ ব্লকের বিডিও দিব্যজ্যোতি দাসের সাথে। তিনি তড়িঘড়ি পদক্ষেপ গ্রহণ করেন এবং শক্তিগড় ইলেকট্রিক সাপ্লাই অফিস থেকে কর্মীরা এসে ছেঁড়া তার জুড়ে দেন। এলাকাবাসী মুখর শিক্ষক জাহিরের প্রশংসায়।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

খুনের ঘটনার পুনর্নির্মাণ খড়গ্রাম থানার

উস্মার সেখ ● খড়গ্রাম

আপনজন: মুর্শিদাবাদের খড়গ্রাম থানার অন্তর্গত আমজুয়া গ্রামে জমি বিবাদের জেরে খুন হন ইমাজউদ্দিন শেখ নামে এক ব্যাক্তি। শুক্রবার সেই ঘটনায় গ্রেপ্তার হওয়া দুই অভিযুক্তকে নিয়ে পুনর্নির্মাণ করল পুলিশ। এদিন সকালে ধৃত সাদেমানি শেখ ও গোলাম বারি শেখকে নিয়ে পুলিশ পুনর্নির্মাণ করা হয়। কিভাবে খুন, কিভাবে পরিকল্পনা সবটাই পুনর্নির্মাণ করে দেখেছে পুলিশ।
প্রসঙ্গত, ওই গ্রামে জমি বিবাদের জেরে দুই পক্ষের সংঘর্ষে লাঠি ও শাবলের আঘাতে খুন হন গ্রামেরই বাসিন্দা ইমাজউদ্দিন শেখ (৪৮)। শুক্রবার পুনর্নির্মাণ উপস্থিত ছিলেব খড়গ্রাম থানার ওসি এবং পুলিশ টিম।

সদ্যোজাত শিশুকে খুনের অভিযোগ নিজের মায়ের বিরুদ্ধে

নকিবউদ্দিন গাজী ● মন্দিরবাজার

আপনজন: নিজের সদ্যোজাত সন্তানকে বাগানে কাঠ দিয়ে ঢেকে রাখায় মৃত্যু সদ্যোজাতর। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে দক্ষিণ ২৪ পরগনার মন্দির বাজার থানার সদা শিবপুর এলাকায়।
স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, শুক্রবার সকালে মন্দির বাজারের সদাশিবপুর গ্রামে একটি বাগান থেকে সদ্যোজাত শিশুর কান্নার আওয়াজ পান স্থানীয়রা। এরপরেই বাগানের কাঠ সরিয়ে দেখেন তার মধ্যে এক সদ্যোজাত শিশু রয়েছে। ঘটনার জেরে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। পরে স্থানীয় আশা কর্মীরা সদ্যোজাতকে উদ্ধার করে মগরাহাট গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখানেই চিকিৎসকেরা শিশুটিকে মৃত বলে জানায়। স্থানীয়দের দাবি, সদাশিবপুর এলাকার বাসিন্দা চমৎকারি ঘোড়ুই তার নিজের সদ্যোজাত পুত্র সন্তানকে বৃষ্টির মধ্যেই বাড়ির পাশে বাগানে কাঠ দিয়ে ঢাকা দিয়ে রেখেছিল। নিজের সদ্যোজাত পুত্র সন্তানকে মেরে ফেলতে কেন এমন করলো মা?
প্রতিবেশীদের অনুমান, প্রায় ৩০ বছর আগে চমৎকারী ঘড়ুইয়ের বিয়ে হয় তার এক ১৯ বছরের ছেলেও রয়েছে। দীর্ঘদিন চমৎকারি ঘড়ুই তার স্বামীর সাথে থাকেন না। এরই মাঝে তার অন্তসত্ত্বা হয়ে যাওয়া এবং সদ্য জাতের জন্ম দেওয়াতে সমাজের থেকে লুকাতে এমনই ঘটনা ঘটিয়েছে। অন্যদিকে ঘটনায় মন্দিরবাজার থানার পুলিশ শতপ্রণোদিত মামলার রুজু করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

ভাসাপুল থেকে দূরে হচ্ছে আন্ডারপাস

আজিজুর রহমান ● গলসি

আপনজন: এবার হয়তো পুরন হতে পারে গলসির ভাসাপুল এলাকার মানুষের দাবি। প্রাথমিক ভাবে এমনটাই ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে। তবে ১৯ নম্বর জাতীয় সড়কের ভাসাপুল মোড়ে তৈরি হচ্ছেনা আন্ডার পাশ। মোড় থেকে ২ থেকে ৩ শো মিটার পশ্চিম দিকে করার আশ্বাস দিয়েছেন ঘটনাস্থলে আসা আধিকারিকরা। স্থানীয় বাসিন্দা নজরুল সেখ, জাহাঙ্গীর মন্ডল রা জানান, আন্ডারপাশ তৈরীর জন্য বছর খানেক ধরে আন্দোলন করছেন তারা। সেই কথা বর্ধমান দূর্গাপুর লোকসভার সাংসদ কীর্তি আজাদের কাছে পৌছায়। তিনি তাদের দাবীর মুল্য দিতে কয়েকদিন আগে ভাসাপুলে এসেছিলেন। আজ দুপুরেও একটি প্রতিনিধি দল আসেন ভাসাপুল এলাকায়। তারা আন্ডারপাশ তৈরীর বিভিন্ন দিক ক্ষতিয়ে দেখেন। জানতে পারা গেছে, মোড়ে সেচ ক্যানালের মাইনোর ব্রীজ থাকায় ওই জায়গায় আন্ডারপাশ করা কোন ভাবেই সম্ভব নয়। তাছাড়া পূর্ব দিকে হাইটেনশন তার থাকায় সেখানো বেশ অসুবিধা রয়েছে। ফলে সেচ ক্যানালের ব্রীজের ২-৩ শো মিটার পশ্চিমে বেশ কিছুটা জায়গা ফাঁকা আছে। আপাতত প্রাথমিক ভাবে সেখানে করার কথা ভাবছেন সরকারী আধিকারিকরা। প্রতিনিধিদলে ছিলেন গলসি ১ নং ব্লক বিডিও জয়প্রকাশ মন্ডল, গলসি ওসি অরুন কুমার সোম, সাংসদের অফিস ইনচার্জ স্বরাজ ঘোষ। ছাড়াও পি ডাবলু ডি আধিকারিক ও জাতীয় সড়ক কতৃপক্ষের আধিকারিকরা।
প্রাথমিক ভাবে গ্রীন সিগন্যাল পাওয়ায় খুশি এলাকার মানুষ। গলসি ১ নং ব্লক বিডিও জয়প্রকাশ মন্ডল বলেন, জেলার নির্দেশ ভাসাপুল এলাকায় পরিদর্শন করা হল। জেলার ও জাতীয় সড়কের ইঞ্জিনিয়াররা ছিলেন। মানুষের দাবী শোনা হল। মানুষের চাহিদা পুরনের জন্য বিভিন্ন দিক খতিয়ে দেখা হল। যাতে স্থানীয়দের দাবী পুরন হয় সেই দিকটা দিকটা ভাবা হচ্ছে। প্রাথমিক ভাবে বিষয়টি নিয়ে একটি প্রোপজাল তৈরী করে পাঠানোর কথা হয়েছে।

প্রথম নজর

আমেরিকায় কার্যক্রম বন্ধ করছে রুশ অ্যান্টি-ভাইরাস কোম্পানি ক্যাসপারস্কি

আপনজন ডেস্ক: রাশিয়ার অ্যান্টি-ভাইরাস কোম্পানি ক্যাসপারস্কি যুক্তরাষ্ট্রে তাদের সফটওয়্যার ক্রয়বিক্রয় বন্ধের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বাইডেন প্রশাসন যুক্তরাষ্ট্রে কোম্পানিটির সকল প্রকার সফটওয়্যার বাজারজাত এবং বিক্রিতে নিষেধাজ্ঞা দিলে এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাশিয়ার ওই সফটওয়্যার কোম্পানিটি। এ খবর দিয়েছে অনলাইন বিবিসি।
এতে বলা হয়, ক্যাসপারস্কি বিবিসিকে বলেছে যে যুক্তরাষ্ট্রে ব্যবসার সুযোগ নষ্ট হওয়াতে তাদের সেখানে ব্যবসা গুটিয়ে নিতে হচ্ছে। তবে এই সিদ্ধান্তকে দুঃখজনক এবং কঠিন বলে উল্লেখ করেছে প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তারা।
প্রতিষ্ঠানটির বাণিজ্য সচিব জিনা রাইমন্ডো গত মাসে বলেছিলেন, কোম্পানির উপরে মস্কোর প্রভাব যুক্তরাষ্ট্রে ব্যবসা পরিচালনায় উল্লেখযোগ্য ঝুঁকি তৈরি করেছে।
এর আগে গত জুনে যুক্তরাষ্ট্রে রাশিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক থাকার অভিযোগে ক্যাসপারস্কি সফটওয়্যারকে নিষিদ্ধ করে বাইডেন প্রশাসন। এতে করে রাশিয়া এবং চীনের মতো বিদেশি প্রতিপক্ষ দেশগুলোর সাথে মার্কিন বিভিন্ন সংস্থা ও প্রযুক্তি সংস্থার মধ্যকার লেনদেন নিষিদ্ধ বা সীমাবদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তবে এই অভিযোগ অস্বীকার করেছে প্রতিষ্ঠানটি।
ক্যাসপারস্কি গত দুই দশক ধরে যুক্তরাষ্ট্রে তাদের ব্যবসা চালিয়ে আসছিল।
কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে আগামী ২০ জুলাই থেকে ক্রমান্বয়ে তারা তাদের কার্যক্রম বন্ধ করা শুরু করবে। তবে এই সিদ্ধান্তের মাধ্যমে তারা শুধু যুক্তরাষ্ট্র থেকে তাদের কার্যক্রম বন্ধের ঘোষণা দিয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রে ক্যাসপারস্কি ইতোমধ্যেই তাদের অ্যান্টিভাইরাস এবং সাইবারসিকিউরিটি টুলের বিক্রি বন্ধ করেছে।

মধ্যেপ্রাচ্যের ৬ দেশে যাওয়া যাবে একই ভিসায়

আপনজন ডেস্ক: এক ভিসায় সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত, ওমান, কাতার, বাহরাইন এবং কুয়েত ভ্রমণ করতে পারবেন পর্যটকরা। সম্প্রতি সংযুক্ত আরব আমিরাতের উদ্যোগে ‘জিসিসি গ্র্যান্ড ট্যুর’ নামে নতুন এই ভিসা চালুর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ইউরোপের শেনজেন ভিসার আদলেই মূলত এই ভিসা চালু হবে। আরব আমিরাতের অর্থনীতি বিষয়ক মন্ত্রী আবদুল্লাহ বিন তৌক আল মারি সম্প্রতি অ্যারাবিয়ান ট্রাভেল মার্কেটের এক প্যানেল আলোচনায় বলেছেন, একটি মাত্র ভিসায় ৬টি দেশ ভ্রমণ করা যায়। তিনি জানান, ইউরোপের শেনজেন ভিসার আদলে এই ভিসা চালু করা যায়। এর লক্ষ্য হলো জিসিসি অঞ্চলজুড়ে ভ্রমণকে আরো সুবিধাজনক এবং পর্যটনকে উৎসাহিত করা। প্রতিটি দেশের জন্য ফ্লাইট ও দর্শনীয় স্থান ঘুরে দেখতে জনপ্রতি এক হাজার ৫শ’ দিরহাম থেকে ভ্রমণ প্যাকেজ শুরু হবে। এই প্যাকেজটি চালু হলে সংযুক্ত আরব আমিরাত, কাতার এবং সৌদি আরবে কয়েক দিন থাকা ও ভ্রমণের জন্য প্রায় ৪ হাজার থেকে ৫ হাজার দিরহাম খরচ হবে। এই খরচে রাত্রিযাপনসহ ফ্লাইট, হোটেল, যাতায়াত এবং ভ্রমণ সব খরচ অন্তর্ভুক্ত থাকবে। সংযুক্ত আরব আমিরাত কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, ইউনিফায়েড জিসিসি ট্যুরিস্ট ভিসা চালু হলে রেকর্ড সংখ্যক পর্যটক উপসাগরীয় অঞ্চল ভ্রমণ করার সম্ভাবনা রয়েছে। যা ২০৩০ সাল নাগাদ ১২৮ দশমিক ৭ মিলিয়নে দাঁড়াতে পারে। সম্প্রতি প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনে এমন কথা জানিয়েছে ‘দ্য ইকোনমিক টাইমস’। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, শেনজেন ভিসায় যেমন ইউরোপের ২৭টি দেশ ঘোরা যায়, ‘জিসিসি গ্র্যান্ড ট্যুর’ নামে নতুন ভিসায় তেমনি উল্লেখিত ছয় দেশে অবাধে বেড়াতে পারবেন পর্যটকরা।

ব্রিটেনকে ‘সত্যিকারের ইসলামপন্থী’ দেশ বলে বিতর্কের মুখে ট্রাম্পের রানিংমেট জেডি

আপনজন ডেস্ক: সম্প্রতি রিপাবলিকান প্রেসিডেন্ট প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্পের রানিংমেট হিসাবে জেডি ভ্যান্সের নাম ঘোষণা দেওয়া হয়েছে।
তিনিই কয়েকদিন আগে একটি বিতর্কের সৃষ্টি করেছিলেন, যখন তিনি বলেছিলেন যে, লেবার পার্টির অধীনে যুক্তরাজ্যই পারমাণবিক অস্ত্রধারী প্রথম ‘সত্যিকারের ইসলামপন্থি’ দেশ হতে পারে।
ভ্যান্স বলেছিলেন, তিনি তার এক বন্ধুর সঙ্গে এ বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করছিলেন যে কোন সে দেশ যেটি প্রথম ‘সত্যিকার ইসলামপন্থি দেশ হিসেবে পারমাণবিক অস্ত্র পাবে’।
তিনি গত সপ্তাহে যুক্তরাজ্য কনজারভেটিভদের জন্য অনুষ্ঠিত এক সম্মেলনে বলছিলেন, ‘সম্ভবত এটি ইরান, পাকিস্তানও হতে পারে। তবে ব্রিটেনে লেবার পার্টি সবেমাত্র দায়িত্ব নেওয়ার পর আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে, দেশটি আসলে যুক্তরাজ্য।
এদিকে ব্রিটেনের উপ-প্রধানমন্ত্রী অ্যাঞ্জেলা রেনার ভ্যান্সের ওই মন্তব্যকে প্রত্যাখ্যান করে বলেছেন, তার (ভ্যান্স) ‘অহেতুক’ মন্তব্য করার ইতিহাস রয়েছে।
এরকম একটা বিতর্কিত চরিত্রকে ব্রিটেন কখনই স্বীকৃতি দেয়না উল্লেখ করে অ্যাঞ্জেলা রেনার বলেন, আগামী নভেম্বরের মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে যেই জয়ী হবেন, ব্রিটেন তার সঙ্গে কাজ করবে। তবে ওরকম কারও সঙ্গে নয়।
তিনি আরও বলেন, আমরা ব্রিটেনের পক্ষে শাসন করতে এবং আমাদের আন্তর্জাতিক মিত্রদের সঙ্গে কাজ করতে আগ্রহী।
এদিকে ভাইস প্রেসিডেন্ট পদে মনোনীত হওয়ার পর ভ্যান্স তার প্রথম সাক্ষাৎকারের একটিতে চীনকে যুক্তরাষ্ট্রের জন্য সবচেয়ে বড় হুমকি হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। সেইসঙ্গে নির্বাচিত হলে বেইজিংয়ের প্রতি তাদের প্রশাসনের সম্ভাব্য কঠোর অবস্থানের ওপরও জোর দিয়েছেন।
সোমবার ফক্স নিউজের শন হ্যানিটির সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে ওহিও সিনেটর এমন মন্তব্য করেন। সে সময় ইউক্রেন যুদ্ধের বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে ভ্যান্স বলেন, ‘ট্রাম্প এ বিষয়টিকে দ্রুত সমাধানের জন্য মস্কো এবং কিয়েভের সঙ্গে আলোচনা করবেন, যাতে আমেরিকা তার আসল ইস্যু চীনের ব্যাপারে ফোকাস করতে পারে।’
চীনকেই সবচেয়ে বড় হুমকি উল্লেখ করে ৩৯ বছর বয়সি এ রিপাবলিকান সিনেটর বলেন, এ দেশটিই আমাদের দেশের জন্য সবচেয়ে বড় হুমকি এবং তারা আমাদের সম্পূর্ণভাবে বিভ্রান্ত করে ছেড়েছে।

জাতিসংঘে বৈঠকের সময় ইসরায়েলি জিম্মিদের মুক্তির দাবি

আপনজন ডেস্ক: জাতিসংঘে নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠক চলাকালীন বুধবার দুই নারী গাজায় বন্দি থাকা ইসরায়েলি জিম্মিদের মুক্তির দাবিতে বিক্ষোভ করেছেন৷ একজনের হাতে এক বন্দির ছবি, আরেকজনের হাতে প্ল্যাকার্ড ছিল। জাতিসংঘে ইসরায়েলের রাষ্ট্রদূত গিলাদ এর্দানের বিবৃতির পর রাশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী সের্গেই লাভরভ বক্তব্য দেওয়া শুরু করলে তখন ওই দুই নারী চিৎকার করে জিম্মিদের মুক্তি দাবি করেন। নিউইয়র্কে জাতিসংঘ ভবনের ভেতরে বিক্ষোভের ঘটনা বিরল। ১৫ সদস্যের নিরাপত্তা পরিষদের জুলাই মাসের সভাপতি রাশিয়া। তাই লাভরভ বৈঠকটি পরিচালনা করছিলেন। বিক্ষোভকারীরা চিৎকার শুরু করলে লাভরভ তাদের উদ্দেশে বলেন, ‘‘আমি বুঝতে পারছি না, আরেকটু স্পষ্ট করে বলুন। আপনারা কী চান সেটা আপনাদের মধ্যে একজন স্পষ্ট করে বলতে পারেন। মনে হচ্ছে, আপনারা তা করতে চান না, ঠিক আছে।’’
এরপর জাতিসংঘের নিরাপত্তা কর্মীরা কালো পোশাক পরা ওই দুই নারীকে বৈঠকস্থল থেকে চলে যেতে বললে তারা চলে যান বলে জাতিসংঘের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন। এই বিষয়ে জানতে তাইলে জাতিসংঘের ইসরায়েলের মিশন তাৎক্ষণিকভাবে কিছু জানায়নি।
গত বছরের ৭ অক্টোবর ইসরায়েলের উত্তরাঞ্চলে ঢুকে এক হাজার ২০০ জনের বেশি মানুষকে হত্যা করে হামাসের শত শত যোদ্ধা। একই সঙ্গে আরও ২০০ জনের বেশি মানুষকে ধরে নিয়ে গাজায় জিম্মি করে ফিলিস্তিনি এই স্বাধীনতাকামী সংগঠনের সদস্যরা। পরে ওই দিনই গাজায় পুরোমাত্রার যুদ্ধ শুরু করে ইসরায়েলি প্রতিরক্ষা বাহিনী।
গাজার ক্ষমতাসীন শাসকগোষ্ঠী হামাস নিয়ন্ত্রিত স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় বলেছে, গত ৮ মাসের যুদ্ধে ইসরায়েলি হামলায় গাজায় ৩৮ হাজারের বেশি ফিলিস্তিনির প্রাণহানি ঘটেছে। ইসরায়েলের নির্বিচার হামলায় আহত হয়েছেন আরও হাজার হাজার মানুষ। ইসরায়েলের অব্যাহত বোমা হামলায় উপত্যকায় ভয়াবহ মানবিক বিপর্যয়কর পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে।

ফরাসি প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগপত্র গ্রহণ করলেন ম্যাক্রন

আপনজন ডেস্ক: পদত্যাগপত্র জমা দিয়েছেন ফ্রান্সের প্রধানমন্ত্রী গ্যাবরিয়েল আতাল। দেশটির প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রনের কাছে পদত্যাগপত্র জমা দিয়েছেন আতাল। বুধবার পদত্যাগপত্রটি গ্রহণ করেছেন ফরাসি প্রেসিডেন্ট। এ খবর দিয়েছে তুর্কি বার্তা সংস্থা আনাদোলু।
তবে নতুন প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত না হওয়া পর্যন্ত সরকারের সঙ্গে কাজ চালিয়ে যাবেন আতাল। দেশটিতে দ্বিতীয় দফা নির্বাচনের পর ৮ই জুলাই আতাল তার পদত্যাগপত্র জমা দেন। তবে তখন ম্যাক্রন তাকে দেশের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ফিরে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করার অনুরোধ করেন। যার ফলে তখন তার পদত্যাগপত্র জমা নেননি ফরাসি প্রেসিডেন্ট।
এর আগে ফ্রান্সের নির্বাচনের দ্বিতীয় দফার ভোটে চমক দেখিয়েছে দেশটির বামপন্থী জোট নিউ পপুলার ফ্রন্ট (এনএফপি)। আশা করা হচ্ছে সংসদে সবচেয়ে বেশি আসন পাবে এনএফপি বা জাতীয় পরিষদ। যেহেতু এবারের নির্বাচনে কোনো দলই একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়নি তাই জোটভিত্তিক সরকার গঠনের পথে রয়েছে ফ্রান্স। ইউরোপীয়ান ইউনিয়নের নির্বাচনে উগ্র ডানপন্থীদের বিজয়ে বিচলিত হয়ে আগাম নির্বাচন দেন ইমানুয়েল ম্যাক্রন।
পরে প্রাথমিক ভোটে উগ্র ডানপন্থী দল ন্যাশনাল র‌্যালি এগিয়ে থাকলেও দ্বিতীয় ধাপে তারা তৃতীয় অবস্থানে চলে যায়। এবারের নির্বাচনের ফলাফল অনুযায়ী ফ্রান্স একধরণের অনিশ্চিত রাজনীতির পথের দিকে যাচ্ছে বলে ধারণা রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের। দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের পর থেকে পার্লামেন্টে উল্লেখযোগ্য আসন পেতে যাচ্ছে উগ্র ডানপন্থী দল ন্যাশনাল র‌্যালি। দেশটিতে যেহেতু কোনো দলই একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়নি তাই বামপন্থী জোট কাকে প্রধানমন্ত্রী করবে সে বিষয়ে ঐক্যমতে পৌঁছাতে পারেনি। যারফলে আরও কিছুদিন সরকারি দাপ্তরিক কাজ অব্যাহত রাখবে আতাল। বামপন্থী জোটের প্রতি একজন যোগ্য প্রধানমন্ত্রীর খোঁজ করা হচ্ছে। ম্যাক্রনও এ বিষয়ে জোটকে তাগাদা দিয়েছে।
অন্যদিকে অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলো প্রধানমন্ত্রী নির্বাচন নিয়ে তাদের ক্ষোভ জানিয়েছে। তারা বলছেন ম্যাক্রন তালবাহানা শুরু করেছেন। দেশে আগাম নির্বাচন দিয়ে অস্থিতিশীলতার জন্য ম্যাক্রনকে দায়ী করছেন তারা। এছাড়া আতালের পদত্যাগপত্র গ্রহণে সময় নেয়ায় তার প্রতি ক্ষুদ্ধ প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলো।

শিক্ষার্থীদের ওপর হামলার প্রতিবাদে মিশিগান স্টেট ইউনিভার্সিটির মানববন্ধন

আপনজন ডেস্ক: বাংলাদেশজুড়ে কোটা সংস্কারের দাবিতে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের ওপর হামলার প্রতিবাদে মানববন্ধন করেছেন মিশিগান স্টেট ইউনিভার্সিটির বাংলাদেশি শিক্ষার্থীরা।
মঙ্গলবার (১৬ জুলাই) স্থানীয় সময় বিকেল সাতটায় বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কেনডালারিস ফুটবল সেন্টারের সামনে তারা এই কর্মসূচি পালন করেন। মিশিগান স্টেট ইউনিভার্সিটিতে পড়ুয়া বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের সংগঠন বাংলাদেশ স্টুডেন্ট অ্যাসোসিয়েশন এই কর্মসূচির আয়োজন করে।
সংগঠনের সভাপতি মোসাদ্দেক সৈয়দের পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানান হয়েছে। মানববন্ধনে দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পড়তে আসা শিক্ষার্থীরা অংশ নেন। এ সময় তারা জাতীয় পতাকাসহ নিজেদের দাবি সংবলিত প্ল্যাকার্ড বহন করেন। মানববন্ধন থেকে কোটার যৌক্তিক সংস্কার এবং আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের ওপর হামলার সুষ্ঠু তদন্ত ও বিচার দাবি

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

ইংল্যান্ড ও ওয়েলসে জনসংখ্যা বৃদ্ধির রেকর্ড

আপনজন ডেস্ক: ইংল্যান্ড ও ওয়েলসের জনসংখ্যা রেকর্ড অভিবাসনের কারণে ২০২২ সালের মাঝামাঝি থেকে ২০২৩ এর মাঝামাঝি ৬ লাখ ১০ হাজার বেড়ে ৬ কোটি ৯০ লাখ হয়। সরকারি তথ্যে দেখা গেছে, এটি ৭৫ বছরের মধ্যে বার্ষিক সবচেয়ে বেশি জনসংখ্যা বৃদ্ধির ঘটনা। পরিসংখ্যানবিদরা জন্ম ও মৃত্যুর পার্থক্যের ভিত্তিতে যাকে ‘প্রাকৃতিক’ জনসংখ্যা বৃদ্ধি বলেন ঐ সময় তা হ্রাস পেয়ে মাত্র ৪০০ জনে দাঁড়িয়েছিল (যা ১৯৭৮ সালের পর থেকে সবচেয়ে কম)। কিন্তু একই সময় অভিবাসীর সংখ্যা বেড়েছে ৬ লাখ ২২ হাজার জন; এর আগের ১২ মাসে যা ৫ লাখ ৪৮ হাজার ৫০০ জন ছিল। এ সময় ইংল্যান্ড ও ওয়েলস থেকে অভিবাসীসহ ১৩ হাজার ৮০০ জন আবার স্কটল্যান্ড বা নর্দার্ন আয়ারল্যান্ডে চলে যান। ব্রিটেনের জাতীয় পরিসংখ্যান দপ্তর জানিয়েছে, ১৯৪৮ সালের পর থেকে ইংল্যান্ড ও ওয়েলসে জনসংখ্যার এ বৃদ্ধি সর্বোচ্চ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে জন্মহারে হঠাত্ বৃদ্ধি এবং বিদেশে কর্মরত ব্রিটিশ সামরিক সদস্যরা দেশে ফিরে আসার ফলে জনসংখ্যা ১৫ লাখ বৃদ্ধি পেয়েছিল। ২০২২ সালের মাঝামাঝি পুরো যুক্তরাজ্যের জনসংখ্যা ছিল ৬ কোটি ৭৬ লাখ। ২০২৩ সালের তথ্য এখনো পাওয়া যায়নি। তবে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার সঙ্গে তাল মিলিয়ে অর্থনৈতিক উত্পাদন হয়নি। অস্থায়ী জনসংখ্যার পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে, ২০২৩ সালে মাথাপিছু মোট দেশজ উত্পাদন এক বছর আগের তুলনায় শূন্য দশমিক ৭ শতাংশ কম ছিল। ২০২২ সালে যুক্তরাজ্যে মোট অভিবাসীর সংখ্যা রেকর্ড ৭ লাখ ৬৪ হাজারে পৌঁছে। ২০২৩ সালে ১০ শতাংশ কমে তা ৬ লাখ ৮৫ হাজারে দাঁড়ায়। তবে ব্রেক্সিট গণভোটের ঠিক আগে ২০১৫ সালে এর মাত্রা দ্বিগুণেরও বেশি ছিল। ইউরোপীয় ইউনিয়ন ছাড়ার পক্ষে ভোট দেওয়া অনেক ব্রিটিশ নাগরিকের মূল লক্ষ্য ছিল অভিবাসন কমানো। ব্রিটেনের পূর্ববর্তী কনজারভেটিভ সরকার বলেছিল, তারা অভিবাসন হ্রাস করতে চায়।

NAME CHANGE

I, SYED MD MUSTAFIZUL ISLAM S/o SYED MD MAHIBBUL ISLAM, Residing at Vill - Basubati, P.O. – Basubati, P.S. - Singur, Pin-712409 as per my AADHAR card being no. 6649 6637 1147 & EPIC card being no. KJK2242311.That inadvertently my father’s name has wrongly been recorded in my passport being no. L5344050 as SYED MD MUSTAFIZUL ISLAM S/o SD MD. MAHIBBUL ISLAM.
AND also in my Admit card being no. B531-03034 Roll no. 1371 No. 0398 & Pass Certificate issued by W.B.B.S.E where my name has been recorded as SYED MD MUSTAFIJUL ISLAM S/o SD MD MAHIBBUL ISLAM.
Do hereby solemnly affirmed and declared by Notary no. 88 before the Notary officer Chandannagar, Hooghly on 09.07.2024 That “SYED MD MUSTAFIZUL ISLAM S/o SYED MD MAHIBBUL ISLAM” & “SYED MD MUSTAFIZUL ISLAM S/o SD MD. MAHIBBUL ISLAM” & “SYED MD MUSTAFIJUL ISLAM S/o SD MD MAHIBBUL ISLAM” is same and one identical person.

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৩.৩৩মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৬.২৮ মি.

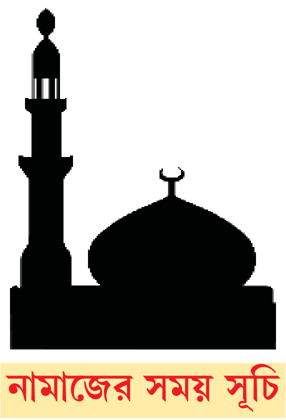

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৩.৩৩	৫.০৩
যোহর	১১.৪৭	
আসর	৪.২০	
মাগরিব	৬.২৮	
এশা	৭.৪৭	
তাহাজ্জুদ	১১.০০	

প্রবাসী বাংলাদেশিরা এখন চরম আতঙ্কের মধ্যে আছেন সেদেশের পরিস্থিতি নিয়ে

মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● মক্কা

আপনজন: বাংলাদেশের অর্থনীতিতে একটা বড় ভূমিকা রাখে প্রবাসী বাংলাদেশীরা ।দেশের ২ কোটির বেশি জনগণ পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দৈহিক পরিশ্রম করে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে অর্থ রোজগার করে দেশের অর্থনৈতিক শ্রী বৃদ্ধি করেছেন। পরিবারের মুখে হাসি ফোটানোর উদ্দেশ্য নিয়ে তারা পৃথিবীর কোনায় কোনায় পড়ে আছেন। বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনে অনেক নিহত হওয়ায় এবং দেশের পরিস্থিতি উত্তপ্ত থাকায় সৌদি আরবের প্রবাসী বাংলাদেশীরা বেশি করে মক্কা মদিনা সহ যেসব বাংলাদেশী বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে আছে এবং তাদের সন্তানেরা এবং তাদের ভাই-বোনেরা বিভিন্ন স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় পড়াশুনা করে সেখানকার আবহাওয়া উত্তপ্ত হওয়ায় তারা প্রচন্ড উদ্বিগ্ন আছেন। তাদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে দেশ শান্তিতে থাকলে তারা অনেকটা শান্তি অনুভব করেন আর দেশের পরিস্থিতি উত্তপ্ত থাকলে তারা প্রচন্ড উদ্বিগ্ন থাকেন । কোটা বিরোধী আন্দোলন করতে গিয়ে অনেক ছাত্র শহীদ হয়েছে বাংলাদেশ পুলিশের হাতে । এই নিয়ে সৌদি প্রবাসী বাংলাদেশীরা বাংলাদেশ সরকার ও পুলিশের উপর ক্ষোভ প্রকাশ করছেন।

ব্রিটেনের কারাগারে ঠাঁই না থাকায় কয়েক হাজার বন্দিকে আগাম মুক্তির পরিকল্পনা

আপনজন ডেস্ক: যুক্তরাজ্যের কারাগারগুলো জনাকীর্ণ হয়ে পড়েছে। বর্তমান অবস্থাতে নতুন বন্দি রাখার জায়গা নেই। এ কারণে কয়েক হাজার কয়েদিকে সাজা পূরণ হওয়ার আগেই মুক্তি দিতে চলেছে যুক্তরাজ্য।
সপ্তাহে এ ঘোষণা দিয়েছেন দেশটির নতুন বিচারমন্ত্রী শাবানা মাহমুদ। নতুন বিচারমন্ত্রী জানিয়েছেন, পুরুষ কয়েদিদের জন্য ব্রিটিশ কারাগারগুলোতে মাত্র ৭০০টি জায়গা খালি রয়েছে। ২০২৩ সাল থেকেই কারাগারগুলোর ৯৯ শতাংশ ধারণক্ষমতা পূরণ হয়ে রয়েছে।
এ অবস্থায় নতুন কয়েদিদের রাখার জন্য কয়েক হাজার পুরোনো কয়েদিকে মুক্তি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ব্রিটিশ সরকার। অন্যথায়, দেশটির আইন-শৃঙ্খলাব্যবস্থা পুরোপুরি ভেঙে পড়ার ঝুঁকি রয়েছে বলে জানিয়েছেন আইনমন্ত্রী।
পশ্চিম ইউরোপের মধ্যে ইংল্যান্ড এবং ওয়েলসের কারাগারগুলোতে মাথাপিছু বন্দির সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। চার বছরের বেশি সাজাপ্রাপ্ত সহিংস অপরাধী, যৌন অপরাধী, গার্হস্থ্য নির্যাতনের অপরাধে সাজাপ্রাপ্ত এবং যাবজ্জীবন কারাদণ্ডপ্রাপ্ত কয়েদিদের জন্য আগাম মুক্তির সিদ্ধান্ত প্রযোজ্য হবে না।

আপনজন
ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর
১৯ বর্ষ, ১৯৫ সংখ্যা, ৬ শ্রাবণ ১৪৩১, ১৩ মুহাররম, ১৪৪৬ হিজরি

কুফল

উন্নয়নশীল বিশ্ব যেইভাবে চলিতেছে, তাহা এইভাবে খুব বেশি দিন চলিতে পারে না। যেই সকল দেশে একের পর এক সীমালঙ্ঘনের ঘটনা ঘটিয়া চলে। সেই সকল দেশের জনগণ নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য একদা আন্দোলন-সংগ্রাম গড়িয়া তোলে। নিজেদের জীবন উত্সর্গও করে। ইহার মাধ্যমে তাহারা যেই সকল অধিকার অর্জন করিতে চাহে, তাহা সাময়িক সময়ের জন্য পাইলেও আবার তাহারা হইয়া পড়ে সেই সকল অধিকারহারা। অতঃপর নূতনভাবে অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য তাহাদের লড়াই করিবার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়াছে। দীর্ঘদিন পর এই সকল দেশের মানুষ শিক্ষাদীক্ষায় উন্নতি লাভ করিয়াছে। দেশবিদেশ ঘুরিয়া বিশেষ অভিজ্ঞতা অর্জনকারী মানুষের সংখ্যাও বাড়িয়াছে। ইহা ছাড়া বর্তমানে তথ্যপ্রযুক্তির উন্নতির কারণে এই গ্লোবাল বিশ্ব ক্রমেই ছোট হইয়া আসিতেছে। পরিণত হইয়াছে এক গ্লোবাল ভিলেজ বা বৈশ্বিক গ্রামে। ইহাতে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মানুষের সহিত তথ্য ও দৃষ্টিভঙ্গির আদানপ্রদানও বাড়িয়াছে। এমতাবস্থায় উন্নয়নশীল দেশ পরিচালনায় যাহারা আছেন, তাহাদের আরো সতর্ক হইবার প্রয়োজন ছিল; কিন্তু সতর্কতা অবলম্বন না করিয়া অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাহারা সীমালঙ্ঘনের পরিচয় প্রদান করিতেছেন। এই সকল দেশের মানুষ কোর্ট-কাচারি ও অফিস-আদালতে গিয়া অধিকাংশ ক্ষেত্রে হয়রানির শিকার হইতেছে। বিচারের বাণী কাঁদিতেছে নীরবে-নিভৃতে। বিনা বিচারে অনেকে কারাগারের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে কাটাইতেছে দিনের পর দিন। মিথ্যা, ভিত্তিহীন ও সাজানো মামলার কারণে নিরপরাধ ও অসহায় বনি আদমের কান্নায় আল্লাহর আরশ পর্যন্ত কাঁপিয়া উঠিতেছে। এই সকল মামলা-মোকদ্দমার পিছনে লক্ষ লক্ষ টাকা জোগান দিতে গিয়া অনেকে নিঃস্ব হইয়া পথের ভিখারিতে পরিণত হইতেছে। যাহারা এইভাবে অবর্ণনীয় দুর্ভোগ পোহাইতেছে, তাহারা একদিন যে প্রতিবাদমুখর হইবে না, তাহা নিশ্চয়তা দিয়া বলা যায় না। জীবনের দুঃসহ অভিজ্ঞতা হইতেই তাহারা শিখিতেছে প্রতিবাদের ভাষা। তাহারা যখন জাগিবে, তখন যদি এই সকল দেশে বিশৃঙ্খলা, ভাঙচুর, রক্তপাত ইত্যাদি দেখা দেয়, তখন সেই পরিস্থিতি কোথায় গিয়া দাঁড়াইবে, তাহা কি কল্পনা করা যায়? অতএব, কোনোভাবেই সীমা লঙ্ঘন করা উচিত নহে। কেননা সীমালঙ্ঘনকারীকে সৃষ্টিকর্তা পছন্দ করেন না এবং সীমালঙ্ঘনকারীর পতন অনিবার্য। আমাদের মনে রাখিতে হইবে, পশ্চিম পাকিস্তানের মাত্রাতিরিক্ত বাড়াবাড়ির কারণে পূর্ব পাকিস্তান মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে। ২৩ বত্সরের শাসনামলে তাহারা যেই সকল অন্যায়-অবিচার করিয়াছিলেন, তাহার মাশুল শেষপর্যন্ত তাহাদের দিতে হইয়াছে। অনুরূপভাবে বিশ্বের যে কোনো দেশে বা অঞ্চলে যে কেহই বাড়াবাড়ি করুন না কেন, ইহার জন্য আজ হউক বা কাল হউক, তাহাদের মূল্য দিতে হইবেই। ন্যাচারাল জাস্টিস বলিয়া যে কথা প্রচলিত রহিয়াছে, ইতিহাসের বিভিন্ন ঘটনায় আমরা তাহার প্রতিফলন দেখিতে পাই। যাহারা অনিয়ম ও দুর্নীতির মাধ্যমে সীমা লঙ্ঘন করেন, তাহাদেরও শেষ পরিণতি হয় একই। বাস্তবে এই সকল ঘটনা দেখিতে পাইয়াও কি আমরা শিক্ষা গ্রহণ করিব না? আমরা বলি না যে, কোনো দেশে দুর্নীতি ও অনিয়ম থাকিবে না; কিন্তু ইহা যেন সর্বদা সহনশীল থাকে, সেই প্রচেষ্টাই আমাদের চালাইয়া যাইতে হইবে। প্রসঙ্গত, আমরা এই কথাও বলিতে চাই যে, আজ যাহারা বিশ্বে যুদ্ধবিগ্রহের মাধ্যমে সীমা লঙ্ঘন করিতেছেন, পাখির মতো গুলি করিয়া মানুষ মারিতেছেন, মানুষের ঘরবাড়ি, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এমনকি হাসপাতালে বিমান হামলা চালাইয়া গুঁড়াইয়া দিতেছেন, নারী ও শিশুদের হত্যা করিতেছেন, তাহাদের এই বাড়াবাড়ির পরিণামও কখনো শুভ হইবে না। সমস্ত পৃথিবী আজ স্তব্ধ হইয়া তাকাইয়া রহিয়াছে এই সকল বেদনাদায়ক ঘটনাবলির দিকে। আমরা আজ এমন এক বিশ্বে বসবাস করিতেছি, যেখানে আমাদের অসহায়ত্ব প্রকাশ করা ছাড়া আর কিছুই করিবার নাই। এক শক্তিধর নেতা প্রতিবেশী এক দেশের উপর হামলা চালাইয়া তাহার বেশ কিছু অঞ্চল দখল করিয়া এখন তাহা ছাড়িতে নারাজ। এদিকে মধ্যপ্রাচ্যে শান্তিচুক্তি, যুদ্ধবিরতি ইত্যাদি শব্দগুলি শুনিতে ভালো লাগিলেও দুই পক্ষের যে নিরপরাধ হাজার হাজার মানুষ ইতিমধ্যে মারা গেল, তাহার বিচার কি হইবে না? আমরা মনে করি, ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় বা আন্তর্জাতিক যে পর্যায়েই হউক না কেন, সীমা লঙ্ঘন করিলে একদিন না একদিন ইহার কুফল ভোগ করিতে হইবেই। সুতরাং সময় থাকিতে এই ব্যাপারে আমাদের সতর্কতা অবলম্বন করা কি উচিত নহে?

●●●●●●●●●●●●

কোটা সংস্কার আন্দোলন কোন পথে যাচ্ছে

কোটা সংস্কার আন্দোলনে অংশগ্রহণকারীদের ওপরে পুলিশ ও ছাত্রলীগের কর্মীদের হামলা, সাধারণ শিক্ষার্থীদের সঙ্গে ছাত্রলীগের সংঘর্ষ এবং বিরাজমান ইস্যুতে সরকারের অনমনীয় মনোভাবের কারণে গত কয়েক দিনে কমপক্ষে সাতজন নিহত হওয়ার ঘটনা ঘটেছে। সামনের দিনগুলোতে কী ঘটবে, তা নিয়ে সবাই উদ্বিগ্ন। শিক্ষার্থীদের আন্দোলন কোন পথে অগ্রসর হবে, সরকার কী ধরনের পদক্ষেপ নেবে, তা কারও কাছেই স্পষ্ট নয়। লিখেছেন **আলী রীয়াজ...**

কোটা সংস্কার আন্দোলনে অংশগ্রহণকারীদের ওপরে পুলিশ ও ছাত্রলীগের কর্মীদের হামলা, সাধারণ শিক্ষার্থীদের সঙ্গে ছাত্রলীগের সংঘর্ষ এবং বিরাজমান ইস্যুতে সরকারের অনমনীয় মনোভাবের কারণে গত কয়েক দিনে কমপক্ষে সাতজন নিহত হওয়ার ঘটনা ঘটেছে। সামনের দিনগুলোতে কী ঘটবে, তা নিয়ে সবাই উদ্বিগ্ন। শিক্ষার্থীদের আন্দোলন কোন পথে অগ্রসর হবে, সরকার কী ধরনের পদক্ষেপ নেবে, তা কারও কাছেই স্পষ্ট নয়।

পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার জন্য বুধবার সন্ধ্যায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দেওয়া ভাষণ যে শিক্ষার্থীদের আশ্বস্ত করতে পারেনি, সেটা সহজেই লক্ষণীয়, আন্দোলনকারীরা তাঁদের কর্মসূচি অব্যাহত রেখেছেন। আজ বৃহস্পতিবার তাঁরা কমপ্লিট শাটডাউন (সর্বাত্মক অবরোধ) কর্মসূচি ঘোষণা করেন। রাজধানীর বেশ কয়েকটি এলাকাসহ দেশজুড়ে অনেক জায়গায় আন্দোলনকারীরা রাস্তায় নেমে এসেছেন। আন্দোলনকারীদের ওপর হামলার ঘটনা ঘটছে।

শিক্ষার্থীরা যখন প্রায় দুই সপ্তাহ ধরে শান্তিপূর্ণভাবে সমাবেশ করছিলেন, সেই সময়ে এবং গত রোববার সংবাদ সম্মেলনে যা বলা হয়েছিল, প্রধানমন্ত্রীর ভাষণে তার বাইরে কিছুই বলা হয়নি–আদালতের মাধ্যমে সমাধান না আসা পর্যন্ত সরকারের কিছু করার নেই। আগেও অনেকেই প্রশ্ন তুলেছিলেন, একইভাবে এখনো এই কথা বলা যায় যে সরকার এ কথাগুলোই আন্দোলনকারীদের সঙ্গে আলোচনার টেবিলে বসে বলতে চাইছে না কেন? আদালতে বিচারাধীন বিষয়ে সরকার উদ্যোগী হয়ে আইনের সংস্কার করেছে এমন উদাহরণ আছে। ফলে নির্বাহী বিভাগের পক্ষ থেকে ব্যবস্থা গ্রহণের পথ আগেও ছিল, এখনো আছে। এর জন্য আদালতের অপেক্ষা বাধ্যতামূলক নয়। তদুপরি আদালতের রায়ের জন্য অপেক্ষা করার কথা কেন রোববার রাতে এবং সোমবার সারা দিন ছাত্রলীগ কর্মীদের জন্য প্রযোজ্য হলো না? তাঁরা কেন প্রধানমন্ত্রীর রোববার রাতের বক্তব্য অগ্রাহ্য করলেন কিংবা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের কেন সোমবার ছাত্রলীগ জবাব দিতে প্রস্তুত বলে কার্যত নির্দেশ প্রদান করলেন, সেটাও বিবেচ্য।

প্রধানমন্ত্রী আশা প্রকাশ করেছেন, ‘ছাত্রসমাজ উচ্চ আদালত থেকে ন্যায়বিচারই পাবে, তাদের হতাশ হতে হবে না।’ এই আশাবাদকে সরকার-সমর্থকদের কেউ কেউ ‘ইঙ্গিত’ বলে বর্ণনা করছেন, যা সব বিবেচনায়ই উদ্বেগের বিষয়। গত কয়েক দিনে সরকারের পক্ষ থেকে গৃহীত পদক্ষেপগুলোতে শক্তি প্রয়োগের বাইরে আর কিছুই দেখা যায় না। সম্ভবত রংপুরে আবু সাঈদকে লক্ষ্য করে পুলিশের গুলি ছোড়ার ভঙ্গির মধ্যেই সরকারের কৌশল প্রতিভাত হয়েছে। আগের যেকোনো বিক্ষোভের ঘটনার সময়–বিরোধী দলের ডাকা সমাবেশ কিংবা শিশু-কিশোরদের নিরাপদ সড়ক আন্দোলন যা-ই হোক–যা হয়েছে, দেখা গেছে যে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর পাশে দাঁড়িয়ে কিংবা তাঁদের জ্ঞাতসারে বন্দুক উঁচিয়ে গুলি নিক্ষেপ করছে এমন ব্যক্তি, যার পরিচয় খুঁজে বের করতে হয়।

শিক্ষার্থীরা যখন প্রায় দুই সপ্তাহ ধরে শান্তিপূর্ণভাবে সমাবেশ করছিলেন, সেই সময়ে এবং গত রোববার সংবাদ সম্মেলনে যা বলা হয়েছিল, প্রধানমন্ত্রীর ভাষণে তার বাইরে কিছুই বলা হয়নি–আদালতের মাধ্যমে সমাধান না আসা পর্যন্ত সরকারের কিছু করার নেই। আগেও অনেকেই প্রশ্ন তুলেছিলেন, একইভাবে এখনো এই কথা বলা যায় যে সরকার এ কথাগুলোই আন্দোলনকারীদের সঙ্গে আলোচনার টেবিলে বসে বলতে চাইছে না কেন? আদালতে বিচারাধীন বিষয়ে সরকার উদ্যোগী হয়ে আইনের সংস্কার করেছে এমন উদাহরণ আছে। ফলে নির্বাহী বিভাগের পক্ষ থেকে ব্যবস্থা গ্রহণের পথ আগেও ছিল, এখনো আছে।

সোমবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পিস্তল নিয়ে হামলায় অংশ নেওয়া যুবক হাসান মোল্লাই সরকারের রাজনৈতিক কৌশল। এই কৌশলের আসল কথা হচ্ছে বল প্রয়োগ করে দমিয়ে দেওয়া। এভাবে সাময়িক সাফল্য অর্জনের ইতিহাস আছে। কিন্তু জনগণের মধ্যে ভয়ের বিস্তার ঘটানোর এই চেষ্টা একসময় ভেঙে পড়ে। এর কিছু লক্ষণ শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের টিকে থাকার ক্ষমতা, তাঁদের দেওয়া স্লোগানের মধ্যেই প্রকাশিত হয়েছে।

ওবায়দুল কাদের বলেছেন, ‘আমাদের অস্তিত্বের প্রতি হামলা এসেছে, হুমকি এসেছে। এই পরিস্থিতি মোকাবিলা আমাদের করতেই হবে। কাজেই আপনারা ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে প্রস্তুত হয়ে যান।’ তার মানে সামনে সহিংসতার আশঙ্কা রয়েছে বা সরকার তেমন মনে করছে। শিক্ষার্থীদের দাবিদাওয়াভিত্তিক আন্দোলন কেন ৭৫ বছর ধরে সব প্রতিকূলতা মোকাবিলা করে টিকে থাকা দল আওয়ামী লীগের জন্য অস্তিত্বের সংকট সৃষ্টি করতে পারে, সেটা কি ক্ষমতাসীনেরা বুঝতে পারছেন? এ ধরনের বক্তব্য যে ইতিমধ্যে সৃষ্ট সহিংস পরিস্থিতিকে আরও বেশি সংঘাতময় করবে, সেটা যেকোনো ব্যক্তিই বুঝতে পারেন। এগুলো এই ধারণাই দেয় যে সমস্যার সমাধান নয়, সরকারের লক্ষ্য সম্ভবত শিক্ষার্থীদের শায়েস্তা করা।

পরিস্থিতি মোকাবিলায় সরকারের আরেকটি পদক্ষেপ হচ্ছে সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দেওয়া এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বন্ধ করে শিক্ষার্থীদের হলগুলো থেকে বের করে দেওয়া। এ বিষয়ে সরকারের আগ্রহ এতটাই ছিল যে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধের ঘোষণা দেওয়া হয়েছে কিন্তু ইউজিসির এই এখতিয়ার আছে কি না, সেটাও ভেবে দেখার সময় হয়নি।

শেষ পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সিন্ডিকেট ডেকে আনুষ্ঠানিকতা হিসেবে সেখানে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এই সভাগুলোর সংবাদের সূত্রে জানা গেল যে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যরা ক্যাম্পাসেই আছেন। ক্যাম্পাসে দিনে এবং রাতে আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে ছাত্রলীগ বা পুলিশি অভিযানের সময় উপাচার্য বা প্রশাসনের উচ্চপর্যায়ের কাউকেই দেখা যায়নি।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের বাসভবনের প্রাঙ্গণে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা যখন আক্রান্ত হয়েছেন, উপাচার্য তখনো তাঁদের সঙ্গে দেখা করতে আসেননি। আন্দোলন দমানোর কৌশল হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয় খালি করে দেওয়ার এই কৌশল পুরোনো, জেনারেল এরশাদের শাসনের সময় এর পুনঃপুন ব্যবহার হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর প্রশাসন শিক্ষার্থীদের বিশ্ববিদ্যালয়ে নিরাপত্তা বিধানের চেয়ে ক্যাম্পাসে যখন সংঘাত চলছে, পুলিশ ক্রমাগতভাবে হামলা করছিল, সেই সময়ে তাঁদের হল ছেড়ে দিতে নির্দেশ দেয়। অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীরা হল ছাড়তে অস্বীকার করায় পুলিশি অভিযানের হুমকির মাধ্যমে তাঁদের বের করে দেওয়া হয়েছে।

বুধবার রাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে দেওয়া এক বিবৃতিতে যা বলা হয়েছে, তাকে উপহাস বললেও সামান্যই বলা হবে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে ‘সিন্ডিকেটের নির্দেশনার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে’ শিক্ষার্থীরা ‘শান্তিপূর্ণভাবে আবাসিক হল ত্যাগ’ করায় তাঁদের ধন্যবাদ জানানে হয়েছে। ওই বিজ্ঞপ্তিতে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের ‘সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল কামনা’ করেছে।

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ নিশ্চয় বুঝতে পারে যে মঙ্গল কামনা করাই তাঁদের কাজ নয়, তার ব্যবস্থা করার জন্য তাদের ভূমিকা আছে। তারা সেই ভূমিকা পালন করেছে কি না, এখন করছে কি না, সেটা তারা নিজেদের বিবেকের কাছে প্রশ্ন করে দেখতে পারে।

শিক্ষার্থীদের মঙ্গল চাইলে এই সংকটের সময় কী করত, সেই তালিকা খুব দীর্ঘ নয়, দরকার ছিল তাঁদের পাশে দাঁড়ানো। শুধু তা-ই নয়, অতীতেও তারা যদি মঙ্গল চাইত, তবে গত বছরগুলোতে অন্তত গেস্টরুম/গণরুমের বিপক্ষে ব্যবস্থা নিত, হলগুলোকে কার্যত ছাত্রলীগের হাতে সঁপে দিত না। সাধারণ শিক্ষার্থীরা যে হলে জিম্মি জীবন যাপন করেন, সে কথা বিশ্ববিদ্যালয় ও হল কর্তৃপক্ষ জানত না, তা হতে পারে না। তাদের এই ভূমিকা, দলের জন্য ভালো হয়েছে না তাদের জন্য; সেটা ভিন্ন প্রশ্ন, কিন্তু এর পরিণতি যে বিশ্ববিদ্যালয় এবং শিক্ষার্থী কারও জন্যই ভালো হয়নি, তা গত কয়েক দিন ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীদের অবস্থা থেকে বোঝা যায়। প্রায় দেড় দশক ধরে এককভাবে হলগুলো তাঁদের কবজায় রেখে ছাত্রদের বাধ্য করা হয়েছে তাঁদের সভা-সমাবেশ যোগ দিতে, তাঁদের কথায় চলতে। এখন ক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীরা ছাত্রলীগের নেতাদের হল থেকে বের করে দিয়েছেন, তাঁদের রুমগুলোতে ভাঙচুর হয়েছে। এই পরিস্থিতির শিকার যে প্রকৃত শিক্ষার্থীরা হননি তা নয়। ছাত্রলীগের কর্মকাণ্ডের দায়িত্ব ছাত্রলীগ ও আওয়ামী লীগের, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এ অবস্থা অব্যাহত রাখার কাজে যে ভূমিকা রেখেছে, তার দায়িত্ব তাদেরই নিতে হবে।

সামগ্রিকভাবে পরিস্থিতি যেখানে ঠেলে দেওয়া হয়েছে, যেখানে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে, শক্তির জোরে দমনের যে পথ বেছে নেওয়া হয়েছে, তা গভীর সংকটের ইঙ্গিত দেয়। এই পরিস্থিতি মোকাবিলা করার দায়িত্ব কেবল শিক্ষার্থীদের নয়; এই দায়িত্ব শিক্ষকদের, নাগরিকদের।

আলী রীয়াজ ডিস্টিংগুইশড প্রফেসর, রাজনীতি ও সরকার বিভাগ, যুক্তরাষ্ট্রের ইলিনয় স্টেট ইউনিভার্সিটি
সৌ: প্র: আ:

বেলেন ফার্নান্দেজ

তাঁরা প্রেসিডেন্ট হন ভোটে, নাকি চাঁদাদাতাদের ইচ্ছায়

গত ২৭ জুন ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে টিভি বিতর্কে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের বিপর্যয়কর পরাজয়ের পর ডেমোক্রেটিক পার্টির চাঁদাদাতারা নভেম্বরের নির্বাচনে প্রার্থী হিসেবে বাইডেনকে স্বীকৃতি দেওয়া-না দেওয়া নিয়ে ধন্দে পড়ে গেছেন। অনেক ধনী চাঁদাদাতা ডেমোক্র্যাট প্রার্থীর প্রচার শিবিরে আর্থিক সহায়তা দেওয়া স্থগিত করেছেন। তাঁরা বলছেন, বাইডেনের জায়গায় অন্য কোনো যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী দাঁড় না করানো পর্যন্ত তাঁরা চাঁদা দেবেন না। বাইডেনের বদলে নতুন প্রার্থী দেওয়া হলে তাঁরা আবার চাঁদার অর্থ ছাড় করতে শুরু করবেন।

এসব চাঁদাদানকারী প্রতিষ্ঠানের একটি হলো ডিজনি ফ্যামিলি ফরচুনের শাখা প্রতিষ্ঠান অ্যাবিগেল ডিজনি। এই অ্যাবিগেল ডিজনি চাঁদা স্থগিত করার কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সিএনবিসিকে বলেছে, ‘বাইডেন এখনই সরে না দাঁড়ালে ডেমোক্র্যাটরা নিশ্চিতভাবে হেরে যাবেন।’

আউটলেটটি তাদের মোরিয়া ফান্ডের সভাপতি জিডেন স্টেইনের একটি উদ্ধৃতি দিয়েছে, যেখানে জিডেন বলেছেন, ‘যতক্ষণ না বাইডেনকে সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে, ততক্ষণ আমার পরিবার এবং আমি যে ৩০ লাখ ডলার অনুদান দেওয়ার পরিকল্পনা করেছিলাম, সেই পরিকল্পনা বাস্তবায়ন থেকে বিরত থাকছি।’

সত্যি কথা বলতে, ৯ মাস ধরে গাজা উপত্যকায় ইসরায়েলের চালানো গণহত্যায় বাইডেনের সমর্থন দিয়ে যাওয়ার চেয়ে এই নির্বাচনী বিতর্কে তাঁর হেরে যাওয়াটা অনেক কম গুরুতর রাজনৈতিক সীমা লঙ্ঘন। বাইডেন এত দিন গাজা ইস্যুতে ইসরায়েলের কর্মকাণ্ড সমর্থন করে দাতাদের কাছ থেকে কোনো বাধা পাননি; বরং তাঁদের কাছ থেকে তিনি প্রশংসাই পেয়ে এসেছেন; কিন্তু এখন টিভি বিতর্কের পর তাঁরা বেঁকে বসেছেন।

একটি বৈশ্বিক পরাশক্তির অধিনায়ক হিসেবে একজন অসংলগ্ন ব্যক্তির দায়িত্ব পালন নিয়ে ভোটারদের উদ্বিগ্ন হওয়ার যথেষ্ট কারণ আছে।

টিভি বিতর্কের আগে ইপসোসের চালানো একটি জরিপে দেখা গিয়েছিল, যুক্তরাষ্ট্রের সম্ভাব্য ভোটারদের মাত্র ২৮ শতাংশ বাইডেনের ‘মানসিক সুস্থতা’ সম্পর্কে আত্মবিশ্বাসী ছিলেন। কিন্তু বিতর্কের পর এই সংখ্যা ২০ শতাংশে নেমে এসেছে। তবে ভোটার বা জনগণ বাইডেনকে প্রার্থী হিসেবে দেখতে চান কি না, সেটির চেয়ে নির্বাচনী তহবিল জোগানো চাঁদাদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলো কী চায়, সেটি বড় বিষয় হয়ে উঠেছে।

এর মধ্য দিয়ে স্পষ্ট হয়েছে, আমেরিকা ‘গণতন্ত্র’ বা ডেমোক্রেসি হিসেবে বারবার অভিহিত হলেও এটি আসলে একটি নির্লজ্জ প্লুটোক্রেসি (অভিজাত গোষ্ঠীর শাসন)। এটি মূলত বিভিন্ন দাতাগোষ্ঠীর পরিচালিত একটি অসামান্য ক্ষমতা ও শক্তির আধার। এখানে এই দাতারা এতটাই প্রভাবশালী যে ভোটদান এবং অন্যান্য গণতান্ত্রিক চর্চাকেও তাঁরা নিয়ন্ত্রণ করেন। ফলে সত্যিকারের জনগণের ইচ্ছাকে এখানে খুব কমই গুরুত্ব দেওয়া হয়ে থাকে।

অর্থওয়ালারাই যুক্তরাষ্ট্র সরকারকে নিয়ন্ত্রণ করেন, এ কথা বলা যদিও ষড়যন্ত্রতত্ত্ব হিসেবে অনেকের কাছে মনে হতে পারে, কিন্তু এটিই এখন পর্যন্ত সবচেয়ে অগোপন ষড়যন্ত্রতত্ত্ব।

প্রকৃতপক্ষে, প্লুটোক্রেটিক হস্তক্ষেপ এখানকার রাজনৈতিক পটভূমির একটি অংশে এতটাই স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে যে নির্বাচনী ফলাফলকে প্রভাবিত করার জন্য ভোটারদের পাশে পাওয়ার চেয়ে দাতাদের পাশে পাওয়াটাই মুখ্য হয়ে উঠেছে।

২০২৩ সালের জুন থেকে চলতি বছরের মার্চ মাস নাগাদ হোয়াইট হাউসে আমন্ত্রিত হয়ে আসা প্রযুক্তি উদ্যোক্তা, পুঁজিপতি ও অন্যান্য অভিজাত গোষ্ঠী প্রায় ১০ লাখ মার্কিন ডলার বাইডেনের যৌথ তহবিল সংগ্রহ কমিটির (যার নাম ‘বাইডেন ভিক্টরি ফান্ড’) হাতে তুলে দিয়েছে।

পলিটিকো ওয়েবসাইটটি এ বিষয়ে তাদের একটি সাম্প্রতিক প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছে। সেখানে বলা হয়েছে: ‘হোয়াইট হাউসে দাতাদের আমন্ত্রণ জানিয়ে বাইডেন বেআইনি কিছু করেননি। তাঁর পূর্ববর্তী প্রেসিডেন্টরাও একইভাবে রাজনৈতিক সমর্থক ও দাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ বাড়ানোর জন্য হোয়াইট হাউসের জাঁকজমক ও সরকারি সুবিধা ব্যবহার করেছেন।’

আর্থিক পুঁজির অধিকারী এসব লোকই যে কার্যকরভাবে রাজত্ব করে এবং রাজনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করেন, তা বোঝার জন্য এর চেয়ে ভালো উদাহরণ আর কী হতে পারে?

মার্কিন ‘গণতন্ত্রের’ এই খোলাখুলি আর্থিক কারসাজির বাইরেও কালোটাকার খেলা চলে। ওয়াশিংটন ডিসিভিত্তিক সংস্থা ‘ওপেনসিক্রেটস’ মনে করে, ‘রাজনৈতিক ফলাফলকে প্রভাবিত করার জন্য যে কালোটাকা ঢালা হয়, সে অর্থের উৎস প্রকাশ করা হয় না।’

ফেডারেল ইলেকশন কমিশন (এফইসি) ইতিপূর্বে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রচারণায় করপোরেশন ও বিশেষ স্বার্থসংশ্লিষ্ট গোষ্ঠীর সীমাহীন ব্যয়ের ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করেছিল। তবে এফইসির এই বিধিনিষেধ বাতিল চেয়ে একটি সংস্থার করা আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ২০১০ সালে সুপ্রিম কোর্টের দেওয়া এক আদেশে তা বাতিল হয়ে যায়। এটি নির্বাচনী প্রচারণায় কালোটাকার বন্যা বয়ে যাওয়ার পথ প্রশস্ত করে।

মূলত সর্বোচ্চ আদালতের ওই রায় এখন প্লুটোক্রেসির প্রাতিষ্ঠানিক স্তম্ভে পরিণত হয়েছে। নিউইয়র্ক ল স্কুলের ব্রেনান সেন্টার ফর জাস্টিসের হিসাবমতে, সুপার প্যাকস্ (পলিটিক্যাল অ্যাকশন কমিটি) নামের একটি গোষ্ঠী (যারা নির্বাচন প্রভাবিত করতে অর্থ ব্যয় করে থাকে) জন্ম হওয়ার প্রথম দশকে একাই খরচ করেছে প্রায় ৩০০ কোটি ডলার।

তাত্ত্বিকভাবে সুপার প্যাকসকে তাদের দাতাদের কথা এফইসিকে জানাতে হবে। কিন্তু এই প্রয়োজনীয়তা আসলে সম্পূর্ণরূপে অপ্রাসঙ্গিক। কারণ, সুপার প্যাকস্ বিভিন্ন শেল কোম্পানি (বাস্তবে অস্তিত্বহীন কাগুজে কোম্পানি) এবং অলাভজনক গোষ্ঠীগুলোর কাছ থেকে সীমাহীন তহবিল পেতে পারে যারা, তাদের চাঁদাদাতাদের নাম প্রকাশ করতে বাধ্য নয়। ভোটারদের পক্ষে জানা সম্ভব হচ্ছে না, কোন গোষ্ঠী কোন উদ্দেশে কোন নেতার পেছনে অর্থ ঢালছে। ফলে নির্বাচনের ফল নির্ধারণে ভোটারদের চেয়ে পুঁজি লগ্নিকারী গ্রুপগুলোই বেশি ভূমিকা রাখছে বলে মনে হচ্ছে।

আল-জাজিরা থেকে নেওয়া, ইংরেজি থেকে সংক্ষিপ্ত আকারে অনূদিত
বেলেন ফার্নান্দেজ মার্কিন সাংবাদিক ও লেখক।

প্রথম নজর

মুখস্ত-নির্ভর নয়, বুঝে পড়, আনন্দ পাবে: ড. পার্থ কর্মকার

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বংশীহারি

আপনজন: দক্ষিণ দিনাজপুরের স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠান বেস আন-নূর মডেল স্কুলে বুধবার ছাত্রীদের নিয়ে এক কর্মশালায় গুরুত্বপূর্ণ এই কথাগুলো বলছিলেন ডঃ পার্থ কর্মকার। স্বভাব সিদ্ধ ভঙ্গিমায় গণিতের প্রসিদ্ধ এই শিক্ষক ও শিক্ষা প্রশাসক ডঃ পার্থ কর্মকার বলেন পড়াশোনায় সর্বদা কনসেপ্ট ক্লিয়ার করা উচিত, না হলে পদে পদে সমস্যা সৃষ্টি হবে। বর্তমান সময়ে সমস্ত পরীক্ষাতে এমসিকিউ প্রশ্নের আধিক্য। এই ধরনের প্রশ্ন সমাধান করতে কনসেপ্ট ক্লিয়ার করার প্রয়োজন খুব বেশি।

ছাত্রীদের নিয়ে দুটো গ্রুপ করা হয় এই কর্মশালা। প্রথমটি ফাইভ থেকে সেভেন এবং দ্বিতীয়টি হয় এইট থেকে টুয়েলভের ছাত্রীদের নিয়ে।

ছাত্রীদের কাছে জনে জনে তিনি জানতে চান তাদের পছন্দের বিষয় কী এবং ভবিষ্যতে কী হতে চায় তারা। ছাত্রীদের সঙ্গে কথোপকথনে তিনি সব থেকে জোর দেন প্রশ্ন করার উপর। পড়াশোনা হোক কিংবা জীবনের যেকোনো আঙ্গিকে যেকোনো ঘটনা, সমস্ত কিছুই যুক্তি দিয়ে বোঝার মাধ্যমে তা পরিষ্কার হতে পারে, এবং সেটাই হওয়া উচিত। মুখস্ত বিদ্যা কখনোই ভালো কিছু দিতে পারে না। প্রসঙ্গক্রমে উঠে আসে গণিতের কথা। তিনি বলেন আমাদের সমাজে গণিত ভীতি নিয়ে প্রবল একটা প্রবাহ লক্ষ করা যায়। আসলে কি তাই? কখনোই না। তিনি বলেন, গণিত হল এমন একটি বিষয় যা সম্পূর্ণরূপে যুক্তি দিয়ে এগোতে শেখায়। আমরা তো দৈনন্দিন কাজ-কর্মের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত নিই যুক্তির আলোকে। তা কি কখনো মুখস্থ করতে হয়? ঠিক তেমনিই, গণিতের ক্ষেত্রেও একই কথা। কোনো কিছু শেখানে মুখস্ত করতে হয় না, ফলে এটা অনেক সহজ, অনেক প্রাণবন্ত, অনেক মজার।

প্রান্তিক অঞ্চলের এই আবাসিক বিদ্যালয়ের আহ্বানে সাড়া দিয়ে অনুষ্ঠানে উপস্থিত হওয়ার জন্য ডঃ পার্থ কর্মকারকে বেস এডুকেশনাল হাব-এর পক্ষ থেকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান সম্পাদক খাদেমুল ইসলাম, প্রধান শিক্ষক আইয়ুব আনসার, তামিম ইসলাম প্রমুখ।

সিটুর ডাকে মানিকচক ব্লকজুড়ে ১২ ঘন্টার বনধে ব্যাপক প্রভাব

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: এনায়েতপুরে পুলিশ-জনতা খণ্ডযুদ্ধে পুলিশের গুলি চালানোর অভিযোগ ওঠে, পুলিশের গুলিতে দুজন জখম হওয়ার ঘটনার প্রতিবাদে বাম শ্রমিক সংগঠন সিটু ডাকে মানিকচক ব্লক জুড়ে চলছে ১২ ঘন্টার বনধ। শুক্রবার সকাল ৬টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত বনধের ডাক দিয়েছে। সিটুর ডাকা ধর্মঘটের ব্যাপক প্রভাব পড়েছে শুক্রবার।সকাল থেকেই মানিকচকের বিভিন্ন এলাকায় দোকানপাট বন্ধ রয়েছে। রাস্তায় গাড়ি-ঘোড়া চলাচলের সংখ্যাও অন্যান্য দিনের চেয়ে যথেষ্ট কম রয়েছে। এনায়েতপুর এলাকায় বিরাজ করছে থমথমে পরিবেশ। কার্যত পুরুষশূন্য হয়েছে গোটা এলাকা। এরমধ্যেই চলছে পুলিশি টহলদারি। নিরাপত্তার দিক খতিয়ে দেখতে এলাকা পরিদর্শনে যান অতিরিক্ত পুলিশ সুপার গ্রামীণ সম্ভব জৈন। তিনি জানান, বর্তমানে এলাকার পরিবেশ-পরিবেশ শান্ত রয়েছে। নতুন করে কোন অশান্তির ঘটনা ঘটেনি। বনধের কোন প্রভাব পড়েনি এলাকায়। অন্য দিকে মালদহের হবিবপুর থানার,বুলবুলচন্ডী এলাকায় বৃহস্পতিবার রাতে বাড়ির বারান্দায় অষ্টম শ্রেণির এক নাবালিকা স্কুলছাত্রীর নিথর দেহ উদ্ধারে ঘিরে চাঞ্চল্য পরিবারসহ এলাকাবাসীর খুনের অভিযোগ তুলেছে। আর এই অভিযোগকে ঘিরেই শুক্রবার সাত সকালে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায় মালদার হবিবপুর থানার বুলবুলচন্ডী এলাকায়।খুনের অভিযোগ তুলে মালদা নালাগোলা রাজ্য সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাতে থাকে গ্রামবাসী থেকে পরিবারের লোকেরা।। ঘটনায় মৃত ছাত্রীর পরিবারবর্গের অভিযোগ, বৃহস্পতিবার রাতে ওই স্কুলছাত্রী তার নাবালককে ভাইকে নিয়ে বাড়িতে একাই ছিল। তার বাবা-দুজনে মেলায় আইসক্রিম বিক্রি করতে গিয়েছিল। এই সুযোগে পাশের গ্রামের এক যুবক বাড়িতে ঢুকে মেয়েকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করে বলে অভিযোগ। তাই এই ঘটনার প্রতিবাদে শুক্রবার মৃত ছাত্রীর পরিবারবর্গ সহ গ্রামবাসীরা মিলে বুলবুলচন্ডী হাসপাতাল মোড়ে পথ অবরোধ করেন এবং অভিযুক্ত যুবকের ফাঁসির দাবীতে সোচ্চার হন। তদন্তে নেমে রাতেই অভিযুক্ত যুবককে পুলিশ আটক করে এবং ছাত্রীর দেহ ময়নাতদন্তে পাঠিয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

শহীদ সমাবেশের জন্য চাঁদা আইসিডিএসেও!

রাজু আনসারী ● অরঙ্গাবাদ

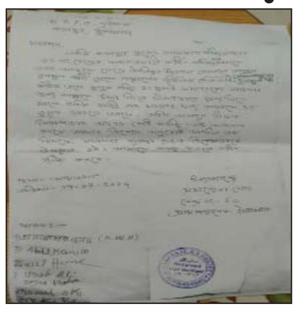

আপনজন: শহীদ সমাবেশের জন্য আইসিডিএস সেন্টার থেকে জোর করে টাকা চাওয়ার অভিযোগ এক তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে। টাকা না দিলে মারধর ও হুমকি দেওয়া হচ্ছে বলেও অভিযোগ তুলে বিডিও এবং প্রশাসনের দ্বারস্থ ফারাক্কার এক আইসিডিএস কর্মী। শুক্রবার দুপুরে বিডিও এবং সিডিপিওর কাছে ওই আইসিডিএস কর্মীর লিখিত অভিযোগ ঘিরে ব্যাপক সোরগোল পড়ে যায় মুর্শিদাবাদের ফারাক্কার আমতলাতে। অভিযোগ পত্রে ফারাক্কার আমতলার ৬০ নম্বর কেন্দ্রের অঙ্গনওয়ারি কর্মী মহাশ্বেতা ঘোষ অভিযোগ করেছেন, আমতলা এলাকার তৃণমূল কংগ্রেসের পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য রোজিনা খাতুনের স্বামী তথা স্থানীয় তৃণমূল নেতা হুমায়ুন কবীর বারবার শহীদ সমাবেশে যাওয়ার খরচের জন্য আইসিডিএস সেন্টার থেকে টাকা চাইছেন। সেন্টার প্রতি ১৫০০ করে টাকা দাবি করা হচ্ছে বলেও অভিযোগ করেছেন তিনি। শুধু তাই নয়, টাকা দিতে অস্বীকার করায় তাকে হুমকি এবং মারধরের চেষ্টা করেন হুমায়ুন কবীর। তাতেই কার্যত আতঙ্কিত হয়ে নিরাপত্তা চেয়ে বিডিও, থানা এবং সিডিপিওর দ্বারস্থ হয়েছেন বলেই জানান অঙ্গনওয়ারি কর্মী মহাশ্বেতা ঘোষ। এদিকে শহীদ সমাবেশের জন্য আইসিডিএস সেন্টার থেকে টাকা চাওয়ার অভিযোগ উঠলেও অভিযোগ একেবারে ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে দিয়ে পাল্টা ওই আইসিডিএস কর্মীর বিরুদ্ধেই অভিযোগের আঙুল তুলেছেন আমতলা এলাকার তৃণমূল কংগ্রেসের পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য রোজিনা খাতুনের স্বামী তথা স্থানীয় তৃণমূল নেতা হুমায়ুন কবীর। ওই আইসিডিএস কর্মী দূর থেকে আসেন এবং সেন্টার ঠিক মতো চালান না। তার বিরুদ্ধে গ্রামবাসীদের প্রচুর অভিযোগ রয়েছে বলেও দাবি হুমায়ুনের।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

কবিতা আকাদেমির নয়া অফিস

নুরুল ইসলাম খান ● কলকাতা

আপনজন: কবিতা কর্নার অনুষ্ঠিত হল উপচে পড়া ভিড় নিয়ে। কবিতা নিয়ে এতো উচ্ছ্বাস ও আবেগ আশঙ্কা ছিল চোখে পড়ার মতো। কবিতা কর্নার শুরু হবার পূর্বেই হলের আধিপত্য কায়েম করেছিলেন অসংখ্য নবীন ও প্রবীণ কবি। জায়গা না পেয়ে বহু উদীয়মান কবিরা ঠাঁই দাঁড়িয়ে কবিতা কর্নার কে সমৃদ্ধ করেছিলেন। কবিতা আকাদেমির নতুন ভবন ন্যাশনাল লাইব্রেরির কাছে 'উত্তীর্ণ' ভবনের দোতলায় কবিতা আকাদেমির ঝাঁ চকচকে অফিস হল নতুন আস্তানা। রয়েছে তিনটি আকাদেমি শিশু কিশোর আকাদেমি, নজরুল আকাদেমি ও কবিতা আকাদেমির। এমন কর্পোরেট অফিস হতে পারে, তা কারোর মাথায় ছিল না।

সাপে কাটা রোগী ওঝার খপ্পরে, হাসপাতালে গিয়ে তবেই প্রাণ রক্ষা

সুভাষ চন্দ্র দাশ ● ক্যানিং

আপনজন: অত্যাধুনিক যুগে আজও সমান ভাবে বেড়েই চলেছে ওঝা গুণীনদের দাপট! ফলত প্রতিনিয়ত মৃত্যুর সম্মুখীন হতে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে। জানা গিয়েছে, প্রত্যন্ত সুন্দরবনের ঝড়খালি কোষ্টাল থানার অন্তর্গত নফরগঞ্জ পঞ্চায়েতের হিরন্ময়পুর গ্রাম। গ্রামেই রয়েছে গায়েন পরিবার।বৃহস্পতিবার রাতে গায়েন পরিবারের বধূ রীণা গায়েন খাওয়া দাওয়া করে ঘুমিয়েছিলেন। রাত প্রায় ১২ টা নাগাদ বিছানার মধ্যে তার হাতে তীক্ষ্ণ বিষধর কালাচ সাপ কামড় দেয়। রাত দুটো নাগাদ বুঝতে পারেন। বিছানার মধ্যে সাপও দেখতে পান বধূ।সাপ দেখে তিনি চিৎকার করেন। ঘটনার কথা পরিবারের লোকজনদেরকে জানান। পরিবারের লোকজন ওই বধূকে উদ্ধার করে। তড়িঘড়ি চিকিৎসা কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়ার পরিবর্তে স্থানীয় এক ওঝার কাছে নিয়ে যায়। শুরু হয় ওঝার কেরামতি। দীর্ঘ প্রায় ১০ ঘন্টার অধিক সময় চলে ঝাড়ফুঁক! এরপর ওই বধূ নাকি সুরে কথা বলতে থাকে, চোখের পাতা পড়ে যায়,বমি বমি ভাব ও পেটে যন্ত্রণা শুরু হয়। এক কথায় মৃত্যু শুধুমাত্র সময়ের অপেক্ষায়। এমত পরিস্থিতিতে পরিবারের লোকজন ওই বধূকে ওঝার কাছ থেকে সাড়া দিয়ে শুক্রবার সকাল সাড়ে নটা নাগাদ ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে হাজির হয় চিকিৎসার জন্য। সেই মুহূর্তে হাসপাতালের জরুরী বিভাগে ছিলেন ডাঃ নিরাঞ্জন কুমার বসু ও ব্রাদার দীনেশ মন্ডল।অতি তৎপরতার সাথে চিকিৎসা শুরু করেন। রোগীকে দেওয়া হয় সাপে কামড়ানো প্রতিষেধক এভিএস ৩০ ভায়াল। ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালের সিসিইউ বিভাগের চিকিৎসক ডাঃ সৌমি মুখার্জী ও সৌভিক নায়েকের তত্ত্বাবধানে সাক্ষাৎ মৃত্যুর মুখ থেকে বধূকে বাঁচানোর লড়াই শুরু হয়। মৃত্যপ্রায় বধূকে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় ভেন্টিলেটর দেওয়া হয়।ঘন্টা দুই পর চিকিৎসায় সাড়া দিতে থাকেন ওই বধূ। হাঁফ ছেড়ে বাঁচেন ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালের চিকিৎসক ও চিকিৎসায় যুক্ত কর্মীরা।

কলকাতা পুরসভা এবার পরিবেশ যোদ্ধা তৈরি করতে চলেছে: ফিরহাদ

সুব্রত রায় ● কলকাতা

আপনজন: ভবিষ্যতের জন্য প্রাকৃতিক সম্পদের ক্ষয় না করে অস্তিত্ব এবং বিকাশের পথে অগ্রসর করতে এবার পরিবেশ যোদ্ধা তৈরি করতে চলেছে কলকাতা পৌর সংস্থা। এদিন কলকাতা পৌর সংস্থার কনফারেন্স হলে পরিবেশ সচেতনতা বৃদ্ধি করতে এবং এমন উন্নয়ন যা ভবিষ্যত প্রজন্মের নিজস্ব চাহিদা মেটাতে সক্ষমতার সাথে আপস না করে বর্তমানের চাহিদা পূরণ করে। তার জন্যই পরিবেশ যোদ্ধা তৈরি করতে সার্টিফিকেট কোর্স চালু করল কলকাতা পৌর সংস্থা। একমাসের এই পরিবেশ রক্ষার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দেবে কলকাতা পৌর সংস্থা। পরিবেশ বিজ্ঞানী ডক্টর অভিজিৎ মিত্র সহ বিভিন্ন সংস্থার অধ্যাপক অধ্যাপিকা দের মাধ্যমে এই পরিবেশ সম্পর্কিত সার্টিফিকেট মাধ্যমে পরিবেশ যোদ্ধা তৈরি করবে কলকাতা পৌর সংস্থা। আজকে এই প্রথম ব্যাচের কোর্সের শুভসূচনা করলেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম, মেয়র পরিষদ পরিবেশ বিভাগ স্বপন সমাদ্দার সহ নোডাল অফিসার ডক্টর অভিজিৎ মিত্র সহ সংশ্লিষ্ট বিভাগের ডি জি সহ বিভিন্ন শিক্ষা সংস্থানের প্রফেসররা। এদিন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে পরিবেশবিদ দের কটাক্ষ করতে ছাড়লেন না মেয়র ফিরহাদ হাকিম। তার অভিযোগ কিছু জ্ঞানী ব্যক্তিরা পরিবেশ রক্ষার নামে মানুষের কল্যাণ কে অগ্রাহ্য করে রাজনীতির স্বার্থে ব্যবহার করছেন বলে অভিযোগ জানালেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম। তার অভিযোগ গ্রীন ট্রাইব্যুনালে গিয়ে অভিযোগ করে কেউ কেউ নিজেকে পরিবেশবিদ বলছেন। অথচ মানুষের কল্যাণের কথা একবারও ভাবছেন না তারা। এদিন মেয়র ফিরহাদ হাকিম বলেন যোদ্ধা মানে যুদ্ধ করব প্রাণ কেড়ে নেবে তা নয়। এখন বন্দুক গুলি নিয়ে যুদ্ধ হয়। এখন পরিবেশ রক্ষার জন্য পরিবেশ যোদ্ধারা যুদ্ধ করবেন। ফিরহাদ বলেন, কলকাতা একটা অরক্ষিত জায়গায় চলে যাচ্ছে। অস্বাভাবিক বৃষ্টি হচ্ছে, মেঘ ভেঙে পড়ছে। পরিবেশ রক্ষার জন্য বোস ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানীদের পরামর্শে পরিবেশ রক্ষায় কাজ করছি।

দুঃসাহসিক চুরি জরি ব্যবসায়ীর বাড়িতে

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া

আপনজন: জরি ব্যবসায়ীর বাড়িতে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা এবার হাওড়ায়। বেশ কয়েক লক্ষ টাকার সোনা ও নগদ টাকা চুরি হলো আলমারি থেকে। ঘটনার তদন্তে নেমেছে সাঁকরাইল থানার পুলিশ। ঘটনাস্থলে আসে হাওড়ার সিটি পুলিশের এসিপি সাউথ অরিজিৎ পালচৌধুরী। জানা গেছে, সাঁকরাইল থানার অন্তর্গত ধূলাগোড় হাজিসাহেব পাড়ার জরির ব্যবসায়ী মীরজান সেপাইয়ের পরিবারে রয়েছে বিয়ের অনুষ্ঠান। সেই কারণেই বাড়িতে রাখা হয়েছিল সোনার গয়না ও নগদ অর্থ। বৃহস্পতিবার রাতে ছাদের দরজা ও জানলা ভেঙে ভিতরে প্রবেশ করে দুষ্কৃতীরা সামগ্রী নিয়ে পালায়।

বনমহোৎসবে গাছের চারা বিলি বালুরঘাটে

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: সবার বুকে ক্লোরোফিল জন্ম নিক এই আহ্বান নিয়ে বনমহোৎসবের সপ্তাহে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার পক্ষ থেকে বালুরঘাটের থানা মোড়ে গাছের চারা বিলি করা হয়। এদিনের এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন সংস্থার সম্পাদক তুহিন শুভ্র মন্ডল, সভাপতি অমল বসু, সদস্য অভিজিৎ ঘোষ, বিশ্বজিৎ দেব, সনাতন প্রামাণিক, কিঙ্কর দাস প্রমুখ। উল্লেখ্য, সবুজ বৃদ্ধির সচেতনতা নিয়ে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাটি বছরভর নানান কর্মসূচী গ্রহণ করে থাকে। বনমহোৎসব উপলক্ষে এসো প্রকৃতির বন্ধু হই- এই বার্তাই দেওয়া হয়েছে সংস্থাটির তরফে।

জলপাইগুড়ি থেকে ২১শের সভায় কর্মীরা

বেবি চক্রবর্তী ● জলপাইগুড়ি

আপনজন: ২১শে জুলাই এর কর্মসূচিতে যোগ দিতে কলকাতার উদ্দেশ্যে রওনা দিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী সমর্থকরা। শুক্রবার জলপাইগুড়ি স্টেশন থেকে হলদিবাড়ি সুপারফাস্ট এক্সপ্রেসে করে কলকাতার উদ্দেশ্যে রওনা দিলেন দার্জিলিং জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভানেত্রী পাপিয়া ঘোষ, দলের মহিলা যুব কর্মী সমর্থকরা। এছাড়াও তৃণমূল সমর্থক এবং জেলা সেক্রেটারি বিকাশ মালাকার এদিন সকলকে জল এবং খাবারের ব্যবস্থা করে দেন। এদিন কলকাতার উদ্দেশ্যে যাওয়া কর্মীদের জন্য শিলিগুড়ি টাউন হল ৩ আইএনটিটিইউসি নিউ জলপাইগুড়ি শাখার তরফে সহায়তা কেন্দ্রে ব্যবস্থা করা হয়।

২১ জুলাইয়ের প্রস্তুতি কাষ্ঠগড়া তৃণমূলের

আজিম শেখ ● রামপুরহাট

আপনজন: বীরভূমের রামপুরহাট ১ নং ব্লকের কাষ্ঠগড়া গ্রাম পঞ্চায়েতে যুবক পুরুষ ও মহিলাদের নিয়ে করা হল মিছিল। এই মিছিলে আগামী দিনে ২১ শে জুলাই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত শক্ত করতে এবং এলাকার পুরুষ যুবক ও মহিলাদের ধর্মতলা যাওয়া নিয়েই এই মিছিল। এই মিছিলটি শুরু হয় কাষ্ঠগড়া গ্রামের দোলতোলা মোড় হইতে পুরো গ্রাম প্রদক্ষিণ করে দোলতলা মোড়ে মিছিলের সমাপ্তি ঘোষণা হয় ।এই মিছিলে মহিলাদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। মিছিলে উপস্থিত ছিলেন:-কাষ্ঠগড়া গ্রাম পঞ্চায়েতে মহিলা অঞ্চল সভাপতি সোনামণি লেট।কাষ্ঠগড়া অঞ্চল সভাপতি তপন কুমার মন্ডল। প্রাক্তন অঞ্চল সভাপতি সঞ্জয় দত্ত ।কাষ্ঠগড়া অঞ্চল যুব সভাপতি রিক বাগদি সহ আরো নেতৃত্ব বর্গ।

শাসন অঞ্চলে তৃণমূলের ২১ জুলাই-এর প্রস্তুতি সভা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● শাসন

আপনজন: শুক্রবার উঃ ২৪ পরগনা জেলার হাড়োয়া বিধানসভা এলাকার বিগত দিনে বাম দুর্গ বলে খ্যাত শাসনের শাসন অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের ব্যবস্থাপনায় ২১ শে জুলাই এর প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় একুশে জুলাই সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ একেএম ফারহাদ। হাড়োয়া বিধানসভা এলাকা থেকে প্রচুর সংখ্যক গাড়ি একুশে জুলাই ধর্মতলার উদ্দেশ্যে রওনা হবে বলে কর্মাধ্যক্ষ ফারহাদ জানান। স্থানীয় ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি শম্ভুনাথ ঘোষ বলেন প্রতি বছরের ন্যায় এবারও প্রতিটি বুথ থেকে নির্দিষ্ট সংখ্যক গাড়ি সহ তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীরা শহীদ তর্পণে কলকাতার রাজপথে হাজির হবে। উক্ত কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন মহিলা নেত্রী মনোয়ারা বিবি, ইফতেখার উদ্দিন, অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি তথা গ্রাম পঞ্চায়েতে উপপ্রধান জিয়াউল ইসলাম,পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ সহিদুল ইসলাম, রঞ্জিত মন্ডল,কনভেনর সহিদুল, ঝন্টু প্রমুখ।

কৃষিতে বিশ্ব উষ্ণায়ন-এর প্রভাব সংক্রান্ত আলোচনা

সেখ রিয়াজুদ্দিন ● বীরভূম

আপনজন: জলবায়ুর বিশেষ পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। বিগত কয়েক বছর ধরে বরো চাষের জন্য যে নির্দিষ্ট পরিমাণ বৃষ্টির প্রয়োজন সেই বৃষ্টিও অপ্রতুল হয়ে পড়েছে। এরফলে ফলে কৃষকেরা ধান চাষ করতে বিশেষ অসুবিধার সম্মুখীন মধ্যে পড়ছে। বরো চাষটা মূলত আকাশ বৃষ্টির উপরেই নির্ভরশীল। এইরূপ জলকষ্ট থেকে মুক্তি পাওয়ার পথ কি হতে পারে। কম জল খরচ করে কিভাবে বরো ধান চাষ করা যায়। সেরূপ কৃষি ক্ষেত্রে সেচ জনিত সমস্যা,জল সংরক্ষণ ইত্যাদি বিষয়গুলো নিয়ে একটি আলোচনা শিবির অনুষ্ঠিত হয় লাভপুর বিডিও অফিসের সভাকক্ষে। আয়োজকের ভূমিকায় ছিলেন টুমোরোজ ফাউন্ডেশন নামে এক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা।যেখানে জার্মান ও কানাডা থেকে ফান্ডিং এজেন্সির প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন।যারা এই বিষয়ের উপর মূলত আলোকপাত করেন। সেই সাথে ধান জমিতে যে মিথেন গ্যাস তৈরি হয়, যা বিশ্ব উষ্ণায়নের অন্যতম প্রধান কারণ। সেই বিষয়েও আলোকপাত করা হয়। আগামীতে কম জলে চাষ ব্যবস্থা

টিটিডাঙ্গা গ্রামে কথা দিয়ে কথা রাখলেন শতাব্দী রায়

মোহাম্মদ সানাউল্লা ● লোহাপুর

আপনজন: কথা দিয়ে কথা রাখলেন বীরভূম কেন্দ্রের সাংসদ শতাব্দীর রায়। শুক্রবার সকালে নলহাটি ২ নং ব্লকের তিলডাঙ্গা এলাকার মানুষের সঙ্গে জনসংযোগ রাখলেন।

গত মার্চ মাসের ৩১ তারিখ শীতলগ্রাম অঞ্চলের টিটিডাঙ্গা গ্রামে লোকসভা নির্বাচনে নিজের প্রচারের জন্য বেরিয়েছিলেন শতাব্দী রায়। সেই সময় প্রার্থীকে কাছে পেয়ে সেতুর দাবিতে রাস্তায় গাড়ি আটকে বিক্ষোভ দেখান তিলডাঙ্গা গ্রামের বাসিন্দারা। তারা দাবি করেন এই এলাকায় এসে বিলের উপর থাকা কাঁদোরে সেতু চায়। বেশ কিছুক্ষণ বিক্ষোভের মুখে পড়ে শতাব্দী রায় গাড়ি থেকে নেমে তাদের ক্ষোভের কথা শোনেন। এবং কথা দেন তিনি এবার ভোটে জয়ী হলে এই এলাকায় এসে তাদের দাবি পূরণ করার চেষ্টা করবেন। চতুর্থবারের জন্য জয়ী হয়ে শপথ গ্রহণের পর তৃণমূল সাংসদ শতাব্দীরায় তার নিজের এলাকায় ভোটের আগে যে কথা দিয়েছিলেন। সেই কথা রেখে তিলডাঙ্গা গ্রামে সেতুর জন্য জায়গা পরিদর্শন করলেন।

পিঁপড়াগাছি গ্রামীণ সড়ক পরীক্ষায় নামল প্রশাসন

আরবাজ মোল্লা ● নদিয়া

আপনজন: নদিয়ায় খবরের জেরে নড়েচড়ে বসল প্রশাসন। পিঁপড়াগাছি গ্রাম পঞ্চায়েতের পদ্মমালা গ্রামে প্রধানমন্ত্রী গ্রামীণ সড়ক যোজনার রাস্তা পরীক্ষা করলেন ইঞ্জিনিয়াররা।।নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে রাস্তা তৈরীর অভিযোগে রাস্তা তৈরীর কাজ বন্ধ করে দেয় স্থানীয় বাসিন্দারা।রাস্তার কাজে দুর্নীতির অভিযোগ তুলে ঠিকাদার সংস্থার বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন এলাকার বাসিন্দারা।ভারত বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী চাপড়া থানার পদ্মমালা গ্রাম পঞ্চায়েতের এগারোমাইল পর্যন্ত পাকা রাস্তার মেরামতি কাজ শুরু হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী গ্রামীণ সড়ক যোজনা মেরামতি করার বাসিন্দাদের সুবিধার্থে গত কদিন আগেই কাজ শুরু হয়েছে।আর তারই মাঝে মঙ্গলবার স্থানীয় বাসিন্দারা নিম্নমানের কাজের অভিযোগ তুলে বিক্ষোভে শামিল হন।স্থানীয় বাসিন্দা রবিউল মন্ডল অভিযোগ, রাস্তায় কাটা পাথরের পরিবর্তে কাজের দায়িত্বপ্রাপ্ত ঠিকাদার সংস্থা জল কাদা দিয়ে নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহার করে পাকা রাস্তার সোলিং তৈরি করছে।

নদিয়া ও মুর্শিদাবাদের বন বিভাগের বন মহোৎসব

হাসান সেখ ● বহরমপুর

আপনজন: শুক্রবার নদিয়া মুর্শিদাবাদ বন বিভাগ বন দপ্তর পশ্চিমবঙ্গ সরকার এর উদ্যোগে মুর্শিদাবাদ জেলা সদর শহর বহরমপুর রবীন্দ্র সদনে জেলাস্তরীয় বনমহোৎসব পালন করা হল। এদিন সকালে একটি বর্ণাঢ্য পদযাত্রার মাধ্যমে প্রাথমিক সূচনা করা হয়। গাছ বাঁচন ,বাঁচবে প্রাণ করব সবুজের অভিযান পোস্টার হাতে নিয়ে বহরমপুর ব্যারাক স্কয়ার থেকে শুরু করে রবীন্দ্র সদনে শেষ করা হয়। এর পরে আনুষ্ঠানিক বৃক্ষ রোপণ করা হয়। উপস্থিত ছিলেন ভারপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী (শক্তি) বিদ্যুৎমন্ত্রী আখরুজ্জামান, বিধায়ক জীবন কৃষ্ণ সাহা, ও মুর্শিদাবাদ জেলা পরিষদের সভাধিপতি রাবিয়া সুলতানা নিজের হাতে গাছ লাগালেন। প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে আনুষ্ঠানিক সূচনা করাহয়। কিছুদিন আগে বসে অংকন প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণীর মাধ্যমে অনুষ্ঠানটি শেষ করা হয়

নদিয়া মুর্শিদাবাদ বনবিভাগ নুরাল অফিসার শ্রী উৎপল কুমার নাগ বললেন জেলায় ৫ লক্ষ গাছ বিতরণ কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে।

দেওয়াল চাপা পড়ে মৃত্যু এক যুবকের, আহত চার

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: বাড়ির সীমানা পাঁচিল চাপা পড়ে মৃত্যু হল এক যুবকের। মৃতের নাম কিষণ মালাকার। ঘটনায় আহত হয়েছেন এলাকারই আরো ৪ জন। গতকাল রাতে ঘটনাটি ঘটেছে বাঁকুড়া শহরের নতুনচটি মালাকার পাড়ায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে গতকাল সন্ধ্যায় নতুনচটি এলাকার একটি ইঁটের কাঁচা দেওয়ালের পাশে বসে মোবাইলে গেম খেলছিলেন এলাকার পাঁচ জন যুবক। আচমকাই দেওয়ালটি হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ে যুবকদের গায়ে। ঘটনায় ৫ জনই গুরুতর জখম হন। স্থানীয়রা ধ্বংসস্তূপ সরিয়ে আহতদের উদ্ধার করে দ্রুত বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজে নিয়ে যায়। সেখানে চিকিৎসকরা কিষণ মালাকার নামের এক যুবককে মৃত বলে ঘোষণা করেন। আহত ২ জনকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়। অপর ২ জনের আঘাত গুরুতর থাকায় তাদের বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজে রেখে চিকিৎসা চলছে। স্থানীয়দের দাবী ইট ও মাটি দিয়ে তৈরী ওই সীমানা পাঁচিলটি দীর্ঘদিন ধরেই হেলানো অবস্থায় ছিল।

বাংলাদেশে অস্থিরতায় ভুক্তভোগীদের পাশে বিশ্বকাপজয়ী আর্জেন্টাইন তারকা

আপনজন ডেস্ক: বাংলাদেশে চলমান অস্থিরতায় ভুক্তভোগীদের জন্য সহমর্মিতা প্রকাশ করেছেন আর্জেন্টাইন ফুটবলার এনজো ফার্নান্দেজ। বিশ্বকাপজয়ী এই মিডফিল্ডার আক্রান্ত শিক্ষার্থীদের জন্য প্রার্থনা জানিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে পোস্ট দিয়েছেন।

শিক্ষার্থীদের কোটা সংস্কার আন্দোলনকে কেন্দ্র করে এক সপ্তাহ ধরে অস্থির সময় পার করছে বাংলাদেশ। বৃহস্পতিবার সর্বাত্মক অবরোধ কর্মসূচির দিনে দেশের বিভিন্ন স্থানে ২৭ জন নিহতের খবর জানা যায়। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ডাকা সর্বাত্মক অবরোধ আজও চলছে।

বাংলাদেশে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের ওপর আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও সরকার সমর্থকদের হামলায় বিপুল হতাহত হওয়ার ঘটনায় আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে সংবাদ হয়েছে, যা পৌঁছে গেছে ২০২২ ফিফা বিশ্বকাপে বাংলাদেশের বিপুল সমর্থন পাওয়া আর্জেন্টাইনদের কাছেও।

কাতার বিশ্বকাপের সেরা উদীয়মান খেলোয়াড়ের স্বীকৃতি পাওয়া এনজো আজ বাংলাদেশ সময় সকালে নিজের ভেরিফাইড ফেসবুক পেজে করা পোস্টে লেখেন, ‘বাংলাদেশে থাকা যেসব মানুষ ভোগান্তির মধ্যে আছেন, তাঁদের জন্য আমার প্রার্থনা ও সহমর্মিতা রইল।’

পোস্টের সঙ্গে বাংলাদেশ ও আর্জেন্টিনার পতাকা জুড়ে দেন চেলসিতে খেলা এই ২৩ বছর বয়সী ফুটবলার।

ফেডারেশনের প্রস্তাব না মানায় বরখাস্ত হলেন মেক্সিকোর কোচ

আপনজন ডেস্ক: মেক্সিকান ফুটবল ফেডারেশনের (এফএমএফ) প্রস্তাবে সাড়া দিলে থেকে যেতে পারতেন হাইমে লোজানো। তবে সাড়া দেননি তিনি। আসলে দেবেন কী করে? কোপা আমেরিকায় মেক্সিকোর হতাশাজনক পারফরম্যান্সের কারণে পদমর্যাদা হ্রাস করে তাকে প্রধান কোচ থেকে সহকারী কোচের প্রস্তাব দিয়েছেল এফএফএফ, যা একজন কোচের জন্য সম্মানে আঘাত করার মতো। মেক্সিকোর প্রস্তাবটা তাই প্রত্যাখ্যান করেন প্রধান কোচ লোজানো। সাবেক মিডফিল্ডারের মত শোনার পর এক বিবৃতি দিয়ে তাকে বরখাস্ত করেছে মেক্সিকো।

বিবৃতি এফএমএফ লিখেছে, ‘কোচিং স্টাফসহ হেইমো লোজানোকে ২০৩০ সাল পর্যন্ত প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। ২০২৪ থেকে ২০২৬ সালের বিশ্বকাপ পর্যন্ত তারা একজন অভিজ্ঞ কোচের অধীনে কাজ করত। এরপর ২০২৬-২০৩০ পর্যন্ত প্রধান কোচের দায়িত্ব নিত সে। প্রস্তাব বিশ্লেষণের পর লোজানো জানিয়েছেন, সে কাজ চালিয়ে যেতে চায় না। আমরা তার সিদ্ধান্তকে সম্মান জানাই।’

মেক্সিকোর ডাগআউটে তাই সব মিলিয়ে ২১ ম্যাচেই পথচলা থামল লোজানোর। এক বছরের দায়িত্বে দলকে গত বছর গোল্ড কাপ জিতিয়েছেন তিনি। সঙ্গে তার অধীনেই বছরের শুরুতে কনক্যাকাফ নেশন্স লিগে রানার্স আপ হয়েছিল মেক্সিকো। ৪৫ বছর বয়সী কোচের মেয়াদে ১০ জয়ের বিপরীতে ৭ হার ও ৪ ড্র করেছে মেক্সিকো।

লোজানোর জায়গায় মেক্সিকোর সাবেক কোচ জাভিয়ের আগিরে তৃতীয় মেয়াদে দায়িত্ব নিতে যাচ্ছেন বলে শোনা যাচ্ছে। ৬৫ বছর বয়সী কোচের অধীনেই ২০০২ ও ২০১০ বিশ্বকাপে খেলেছিল মেক্সিকো। পুরোনো দলের কোচ হবেন বলেই গত মাসে স্প্যানিশ ক্লাব মায়োর্কার দায়িত্ব ছাড়েন তিনি।

আন্দোলনকারীদের পাশে এবার মাহমুদউল্লাহ

আপনজন ডেস্ক: কোটা সংস্কার আন্দোলনকে কেন্দ্র করে এই মুহূর্তে দেশের ইতিহাসে ভয়াবহ সময় অতিক্রম করছেন সাধারণ মানুষ থেকে ছাত্রসমাজ। আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের ওপর বেপরোয়া হামলা চালায় ছাত্রলীগ। নিহতও হয়েছেন অন্তত ১০। আহত হচ্ছেন শত শত শিক্ষার্থী। এবার সেসকল শিক্ষার্থীদের প্রতি সহমর্মিতা জানিয়ে দেশজুড়ে অস্থিরতা বিরাজ করা এই আন্দোলনের সমাধান চান টাইগার ক্রিকেটার মাহমুদউল্লাহ রিয়াদ। বুধবার রাতে নিজের অফিসিয়াল ফেসবুক অ্যাকাউন্টে এক পোস্টে কোটা আন্দোলন দ্রুত সমাধানের আশা তুলে ধরেন তিনি তার পোস্টে। কোটা সংস্কার আন্দোলন নিয়ে ওই পোস্টে মাহমুদউল্লাহ লিখেন, ‘বর্তমানে দেশের সার্বিক পরিস্থিতি কোনো ভাবেই কাম্য নয় কারণ প্রতিটি ছাত্রছাত্রীর জীবন অমূল্য। আমি এই পরিস্থিতির দ্রুত সমাধান আশা করছি।

সূর্যকুমারই ভারতের নতুন টি-টোয়েন্টি অধিনায়ক, সহ-অধিনায়ক গিল

আপনজন ডেস্ক: সূর্যকুমার যাদবই হলেন ভারতের নতুন টি-টোয়েন্টি অধিনায়ক। তাঁকে অধিনায়ক করে শ্রীলঙ্কা সফরের জন্য আজ টি-টোয়েন্টি দল ঘোষণা করেছে বিসিসিআই। দলের সহ-অধিনায়কও বদলে ফেলা হয়েছে, এবার সে দায়িত্ব পেয়েছেন শুবমান গিল। ওয়ানডেতে আগের মতোই অধিনায়ক আছেন রোহিত শর্মা। সর্বশেষ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ফাইনালে জেতার পর আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি থেকে অবসরের ঘোষণা দেন রোহিত। ফলে নতুন অধিনায়ক খুঁজতে হতো ভারতকে। মাঝে জিম্বাবুয়ে সফরে দ্বিতীয় সারির একটি দলকে নেতৃত্ব দেন গিল। এবার পূর্ণশক্তির দলেও সে দায়িত্ব পেলেন তিনি।

বিশ্বকাপেও রোহিতের সহকারী ছিলেন হার্দিক পান্ডিয়া। তবে ভারতের সংবাদমাধ্যমগুলো আগেই জানায়, পান্ডিয়ার ওয়ার্কলোড ম্যানেজমেন্ট ও ফিটনেসের কথা ভেবে তাঁকে বিবেচনা করা হচ্ছে না আর। এরপর জানা যায়, নতুন প্রধান কোচ গৌতম গম্ভীরও পান্ডিয়ার মতো কাউকে দলের অধিনায়ক হিসেবে চান না। বিসিসিআই সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে অবশ্য সূর্যকুমারকে অধিনায়ক করার ব্যাপারে আলাদা কিছু বলেনি।

শুধু স্কোয়াডের তালিকায় সূর্যকুমারকে অধিনায়ক হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে সংযুক্তি হিসেবে বলা হয়েছে, ‘২০২৪-২৫ ঘরোয়া ক্রিকেট মৌসুমে খেলোয়াড়দের পাওয়া এবং অংশগ্রহণের ব্যাপারটি বিসিসিআই পর্যবেক্ষণ করবে।’

আইপিএলের বাইরে ঘরোয়া ক্রিকেটে মুম্বাইয়ে নেতৃত্ব দেওয়ার অভিজ্ঞতা আছে সূর্যকুমার। গত নভেম্বরে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ৫ ম্যাচের সিরিজেও ভারতের অধিনায়ক ছিলেন এ ব্যাটসম্যান, এরপর দক্ষিণ আফ্রিকা সফরেও টি-টোয়েন্টি সিরিজে দায়িত্ব পালন করেন। ভারতের প্রথম পছন্দের একাদশেও তিনি আছেন। পাশাপাশি টেস্টে তিনি বিবেচনায় নেই বলে ওয়ার্কলোডের ব্যাপারটিও নেই।

অবশ্য রোহিতের পর টি-টোয়েন্টিতে পান্ডিয়াই অধিনায়ক হবেন, এমন ইঙ্গিতও ছিল। এরই মধ্যে ভারতকে ৩টি ওয়ানডের পাশাপাশি ১৬টি টি-টোয়েন্টিতে নেতৃত্ব দিয়েছেন পান্ডিয়া। এ ছাড়া আইপিএলে গুজরাট টাইটানস ও মুম্বাই ইন্ডিয়ানসকেও নেতৃত্ব দিয়েছেন এ অলরাউন্ডার। সর্বশেষ মৌসুমে রোহিতকে সরিয়ে মুম্বাই অধিনায়ক বানিয়েছিল তাঁকে।

শ্রীলঙ্কা সফরে ৩টি করে টি-টোয়েন্টি ও ওয়ানডে খেলবে ভারত। পাল্লেকেলেতে টি-টোয়েন্টি ম্যাচগুলো হবে ২৭ থেকে ৩০ জুলাইয়ের মধ্যে। কলম্বোতে ২ আগস্ট শুরু হয়ে ৭ আগস্ট শেষ হবে ওয়ানডে সিরিজ।

শ্রীলঙ্কা সফরে ভারতের টি-টোয়েন্টি দল

সূর্যকুমার যাদব (অধিনায়ক), শুবমান গিল (সহ-অধিনায়ক), যশস্বী জয়সোয়াল, রিংকু সিং, রিয়ান পরাগ, ঋষভ পন্ত (উইকেটকিপার), সঞ্জু স্যামসন (উইকেটকিপার), হার্দিক পান্ডিয়া, শিবম দুবে, অক্ষর প্যাটেল, ওয়াশিংটন সুন্দর, রবি বিষ্ণয়, অর্শদীপ সিং, খলিল আহমেদ, মোহাম্মদ সিরাজ।

ভারতের ওয়ানডে দল

রোহিত শর্মা (অধিনায়ক), শুবমান গিল (সহ-অধিনায়ক), বিরাট কোহলি, লোকেশ রাহুল (উইকেটকিপার), ঋষভ পন্ত (উইকেটকিপার), শ্রেয়াস আইয়ার, শিবম দুবে, কুলদীপ যাদব, মোহাম্মদ সিরাজ, ওয়াশিংটন সুন্দর, অর্শদীপ সিং, রিয়ান পরাগ, অক্ষর প্যাটেল, খলিল আহমেদ, হার্শিত রানা।

দোকানে রাখা যাবে না মুসলিম কর্মী

▶ প্রথম পাতার পর

খালাপাড় বাজারের কয়েক ডজন দোকানদার তাদের দোকানে নে প্লেট লাগিয়েছেন। এমনকি ফল বিক্রেতারাও তাদের ঠেলাগাড়ি এবং স্টলগুলিতে তাদের নাম লিখিয়েছেন। আম বিক্রেতা আরিফ তার ঠেলাগাড়ির পাশে একটি সাদা বোর্ড লাগানো দাঁড়িয়ে আছেন, যাতে হিন্দিতে লেখা ‘আরিফ ফল’। কয়েকদিন আগে পুলিশ এসে আমাদের ঠেলাগাড়িতে আমাদের নাম লিখতে বলে, জানান আরিফ। আরিফ প্রায় ১০ বছর ধরে ফল বিক্রি করছেন। তিনি বলেন, এমন কথা আগে কখনো বলা হয়নি। আমাদের বলা হয়েছে কানওয়ার যাত্রার নেমপ্লেট লাগিয়ে যাত্রার পর সেগুলো সরিয়ে দিতে। ২২ জুলাই থেকে কানওয়ার যাত্রা শুরু হতে চলেছে এবং মুজফফরনগরের আমিষ খাবার বিক্রির রেস্তোরাঁগুলি বন্ধ হতে শুরু করেছে। উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীর দফতর থেকে এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, যারা হালাল সনদ নিয়ে পণ্য বিক্রি করবে তাদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

মুসলিম দোকানদারদের দাবি, পুলিশ প্রশাসন তাদের নাম প্রদর্শনের জন্য চাপ দিয়েছিল। কয়েক দশক ধরে কানওয়ার যাত্রার পথে চায়ের দোকান চালানো শাহিদ বলেন, দোকানে ইতিমধ্যেই আমার বাবার নামে একটি বোর্ড রয়েছে, কিন্তু প্রশাসন আমাদের নতুন বোর্ড লাগাতে বলেছে। সরকার যেভাবে চায় আমরা সেভাবেই নিজেদের তুলে ধরছি। তিনি আরও বলেন, আমরা প্রতি বছর কানওয়ারিয়াদের সেবা করি। তারা আমাদের দোকানে থামে এবং আমাকে শহীদ ভাই বলে ডাকে। আমরা কখনো তাদের প্রতি বৈষম্য করিনি। ফলের গাড়িতেও নাম লেখা হয়েছে। কেউ ফল বানাচ্ছে না, গাছ থেকে ফল আসে। কিন্তু মুসলিমরা তাদের গায়েও নাম লিখতে বাধ্য হচ্ছে।

মুজফফরনগরের উদাহরণ অনুসরণ করে উত্তরাখণ্ডের হরিদ্বারের পুলিশও একই পদক্ষেপ ঘোষণা করেছে। সিনিয়র পুলিশ সুপার প্রমোদ দোভাল শুক্রবার সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন,

কানওয়ার যাত্রার পথে সমস্ত দোকান, রেস্তোরাঁ, ধাবা এবং হকারদের মালিকের নাম এবং কিউআর কোড যাচাই করে তা লেখার জন্য হরিদ্বার পুলিশ জোর দিচ্ছে। কেউ তা না মানলে তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানান তিনি।

বহুজন সমাজ পার্টির প্রধান মায়াবতী এক্স-এ একটি পোস্টে এই নির্দেশকে “অসাংবিধানিক” বলে অভিহিত করেছেন। একটি বিশেষ ধর্মের মানুষকে এভাবে অর্থনৈতিকভাবে বয়কট করার চেষ্টা অত্যন্ত নিন্দনীয়।

মুজফফরনগরের সমাজবাদী পার্টির সাংসদ হরেন্দ্র মালিক বলেন, “প্রশাসন হিন্দু ও মুসলিমদের মধ্যে বিভাজন ঘটাতে চায়। অতীতে কখনও এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি। এবারই প্রথম এমন ঘটনা ঘটছে।

অল ইন্ডিয়া মজলিস-ই-ইত্তেহাদুল মুসলিমিনের প্রধান আসাদুদ্দিন ওয়াইসি এক্স-কে পোস্ট করেছেন, “এখন প্রতিটি খাবারের দোকান বা ঠেলাগাড়ির মালিককে বোর্ডে নিজের নাম রাখতে হবে, যাতে কোনও কানওয়ারিয়া ভুল করে কোনও মুসলিম দোকান থেকে কিছু না কেনেন। দক্ষিণ আফ্রিকায় একে বলা হতো বর্ণবাদ, আর হিটলারের জার্মানিতে বলা হতো জুডেনবয়কট।

বিসিবির পিচ কিউরেটরকে ভাগিয়ে নিল পিসিবি!

আপনজন ডেস্ক: অস্ট্রেলিয়ার অভিজ্ঞ পিচ কিউরেটর টনি হেমিংকে দুই বছরের জন্য নিয়োগ দিয়েছিল বিসিবি। মূলত, তার অধীনেই পূর্বাচলে নির্মিত শেখ হাসিনা আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামের উইকেট প্রস্তুত করার কথা ছিল বিসিবির। তবে এক বছর না যেতেই বিসিবির চাকরি ছাড়ার ঘোষণা দেন হেমিং। সেই হেমিংকেই এবার ২ বছরের জন্য নিয়োগ দিয়েছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড পিসিবি। এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বিষয়টি নিশ্চিত করেছে পাকিস্তানি ক্রিকেট বোর্ড।

লাহোরে পৌঁছে হেমিংয়ের প্রথম কাজই হবে আসন্ন বাংলাদেশ সিরিজ সামনে রেখে পিচ প্রস্তুত করা। সেই পিচেই বাংলাদেশকে টেস্ট হারানোর পরিকল্পনা করবে পাকিস্তান। তার প্রস্তুত করা পিচেই বাংলাদেশের বিপক্ষে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের দুটি ম্যাচ খেলবে পাকিস্তান। এরপর ইংল্যান্ডের বিপক্ষে তিনটি টেস্টের উইকেটও তৈরি করবেন হেমিং।

উইকেট ও মাটি বিশেষজ্ঞ হিসেবে বিশেষ খ্যাতি আছে হেমিংয়ের। বাংলাদেশে আসার আগে আইসিসি ক্রিকেট একাডেমি ও দুবাই আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামের প্রধান কিউরেটরের দায়িত্ব পালন করেছেন হেমিং। এর আগে অস্ট্রেলিয়ায় এমসিজিতে দীর্ঘদিন কাজ করেছেন। ছিলেন পার্থের অপ্টাস স্টেডিয়ামের অ্যারেনা ম্যানেজারও। এর বাইরে ফুটবলের মাঠ প্রস্তুত করাতেও দক্ষতা আছে হেমিংয়ের। সৌদি আরবের কিং ফাহাদ ফুটবল স্টেডিয়ামের অ্যারেনা ম্যানেজারের দায়িত্ব পালন করেছেন তিনি।

বাংলাদেশেও বেশ প্রশংসা কুড়চ্ছিল হেমিংয়ের কাজ। তার কাজে মুগ্ধ হয়ে মেয়াদ বাড়ানোর পরিকল্পনাও করেছিল বোর্ড। তবে সে পথে না হেঁটে মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই চাকরি ছেড়েছেন তিনি। তবে চাকরি ছাড়ার সময় তার কারণ জানা না গেলেও এবার পিসিবিতে যোগ দেওয়ায় সব পরিষ্কার হয়েছে।

জিব্রাল্টারকে নিজেদের দাবি করায় বিপদে স্পেন

আপনজন ডেস্ক: ইংল্যান্ডকে ফাইনালে হারিয়ে রেকর্ড চতুর্থবারের মতো ইউরোর শিরোপা জিতেছে স্পেন। শিরোপা জয়ের পরের দিন নিজ দেশে বাধভাঙ্গা উল্লাস করে লা রোজারা। সেখানে সমর্থকদের সঙ্গে শিরোপা উদযাপন করার সময় ভুলে জিব্রাল্টারকে নিজেদের দাবি করে বিপাকে স্পেনের ফুটবলাররা।

এবারের ইউরোতে সেরা ফুটবলার নির্বাচিত হয়েছেন স্পেনের মিডফিল্ডার রদ্রি। ব্যালন ডি’অরের দৌড়েও ভালো অবস্থানে আছেন ম্যানচেস্টার সিটির এই তারকা। তবে শিরোপা উদযাপনের সময় সমর্থকদের সঙ্গে জিব্রাল্টারকে নিয়ে গান গাওয়ায় বিপাকে পড়েছেন রদ্রি।রদ্রি গানের ছলে বলেন, ‘জিব্রাল্টার হলো স্পেনের’। আর তাতেই ক্ষোভে ফুঁসছে জিব্রাল্টার। ১৭১৩ সালে থেকে ব্রিটিশদের একটি অংশ হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে জিব্রাল্টার। কিন্তু স্প্যানিশরা মনে করেন, জিব্রাল্টারকে স্পেনের কাছে ফেরত দেয়া উচিত। জিব্রাল্টারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ফাবিয়ান পিকার্দো ক্ষুব্ধ হয়ে বলেছেন, খেলার সঙ্গে রাজনৈতিক মন্তব্য করাটা গ্রহণযোগ্য নয়। এটা তার দেশের নাগরিকদের জন্য অপমানজনক। জিব্রাল্টারের ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন ইতোমধ্যে উয়েফার কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে অভিযোগ জানিয়েছে স্পেনের এমন মন্তব্যের ব্যাপারে।জিব্রাল্টারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, ‘এমন মন্তব্য ফ্যাসিস্ট সরকারের প্রতিবেশীদের দখল মনোভাবকেই বুঝায়।

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: **জাইদুল হক।**
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**